দধীচি।

(দৃশ্যকাব্য)

(কোহিনুর থিয়েটারে অভিনয়ার্থে রচিত।)

রাণী দুর্গাবতী প্রণেতা

শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায় বি, এস সি,

প্রণীত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।
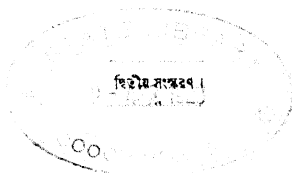
 [মূল্য এক টাকা।

১৩১৯।

১১।১ নং নবাব্দীওস্তাগরের লেন হইতে

"লোকনাথ যন্ত্রে"

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

নাট্যাচার্য্য বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শিরোমণি

নটরাজ স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের

উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত।

ত্রিদশালয়বাসিন্!

মন্দাকিনীর পুণ্য প্রবাহ যেমন একই সময়ে স্বর্গে মর্ত্যে প্রবাহিত, পরলোকগত মহজ্জীবনের ভাবময় অস্তিত্বও সেই-রূপ উভয় রাজ্যে একই সময়ে বিরাজ করে। তাই আজ রাজশূন্য সিংহাসনতলে দীনপ্রজা তাহার স্বহস্তরোপিত বৃক্ষের দ্বিতীয় কুসুম রাজকর রূপে অর্পণ করিল।

গ্রন্থকার।

নিবেদন।

হিন্দুস্থান ধর্ম্মনিকেতন। ভারতের মৃত্তিকায় ধর্ম্মবৃক্ষই কেবল চারিযুগ জীবিত রহিয়াছে। তাই পৌরাণিক নাটক হিন্দুর বড়ই আদরের সামগ্রী। স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের পৌরাণিক নাটক গুলির প্রত্যেকেই রত্নখনি সে রত্নের অধিকারী বঙ্গবাসীকে উপহার দিবার আর কিছুই নাই। আমার বর্ত্তমান উদ্যমে সে দুরাশা কিছুমাত্র নাই কেবল সেই মহাপুরুষের পদাঙ্ক বিমণ্ডিত পুণ্যবর্ত্ম-পরিভ্রমণে আপনাকে ধন্য করিতে চাই। রাজেন্দ্র সঙ্গমমহাতীর্থে এ পথের মিলন, সে দৃশ্য আমার স্বপ্নেরও অতীত।

বৃত্রাসুরের বাহুবলে বিতাড়িত দেবগণের পুনরুদ্ধারের জন্য মহর্ষি দধীচির আত্মদান, তাঁহারই অস্থি নির্ম্মিত বজ্রে বৃত্রাসুরের নিধন, পুরাণজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। দধীচির আত্ম-ত্যাগের আদর্শ অন্য কোন দেশের কোন জাতির ইতিহাসে নাই। সে আদর্শ শুধু আমাদের নয় সমগ্র জগতের অনুকরণীয় সন্দেহ নাই; তবে এই সামান্য চিত্রকরের হস্তে সে দেব চরিত্র কতদূর ফুটিয়াছে সুধীসমাজই তাহার বিচারকর্ত্তা। ভক্তি ভিন্ন দেবজয় সম্ভব নয়, ভক্তিবলে ভক্ত ভগবানকেও ভয় করেনা বৃত্র যে

কেবল পশুবলেই স্বর্গ অধিকার করিয়াছিলেন তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি না তাই ধর্ম্মের, ভক্তির ভিত্তির উপরে বৃত্র চরিত্র স্থাপন করিয়াছি, মনীষিমণ্ডলীই ইহার দোষাদোষ বিচার করিবেন।

এই পুস্তক প্রণয়ণে কোহিনুর থিয়েটারের ভূতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার রায় মহাশয়ই আমার প্রথম ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহারই আদেশ অনুসারে এই পুস্তক রচিত। কিন্তু নিয়তির বশে তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয় হইল, তাই রঙ্গমঞ্চে দধীচির স্থান হইল না। স্বনামখ্যাত শ্রীকৃষ্ণপ্রণেতা বাবু মুরলীধর রায় ও অন্যান্য বন্ধুগণ আমায় উৎসাহিত করিয়া বাধিত করিয়াছেন।

গোবরডাঙ্গা—ইছাপুর
জেলা যশোহর।
৫ই অগ্রহায়ণ ১৩১৯

শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায়।

দধীচি।

নাটকীয় চরিত্রাবলী।

পুরুষগণ।

শঙ্কর
নারায়ণ
ইন্দ্র ... ... দেবরাজ।
বরুণ
যম
দধীচি ... ... স্বনাম প্রসিদ্ধ মহামুনি।
নন্দী ... দধীচির শিষ্য (পরে শিবের অনুচর)।
বৃত্র ... ... অসুররাজ।
বিশ্বরূপ ... ... দেব পুরোহিত।
কুবলয় ... ... বৃত্রের সেনাপতি।
দক্ষ ... ... প্রজাপতি।
অশ্বিনীকুমার, মুনিকুমার, ব্রহ্মবধ, অগ্নি, দেবদূত, দেবগণ, দৈত্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

ভবানী
মহামায়া
সরস্বতী
শচী ... ... দেবরাণী।
শান্তি ... ...দধীচির মাতা।
জয়া ... ... ঐ শিষ্যা।
অলম্বুষা ... ... অপ্সরা।
দেবীগণ, দৈত্যবালাগণ ইত্যাদি।

দধীচি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গিরিরাজী পরিবেষ্টিত উপত্যকা।

বিশ্বরূপ ও দৈত্যগণ।

বিশ্ব। এই যজ্ঞভাগ আমি তোমাদের অতি সঙ্গোপনে দান কর্‌লেম। যদি দেবগণ কোন রকমে জান্‌তে পারে তা হোলে আমাদের আর নিস্তার থাক্‌বে না।

১ম দৈত্য। সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নেই। আপনি নিঃসন্দেহে আমাদের যজ্ঞভাগ দান করুন।

বিশ্ব। যদিও আমি দেব পুরোহিত, তথাপি তোমাদের মায়া আমি ত্যাগ ক'রতে পারি না। খুব সাবধান। এই নাও. একে

একে যজ্ঞভাগ গ্রহণ কর।

(দৈত্যগণের যজ্ঞভাগ গ্রহণে পরস্পরের বিবাদ।)

অকস্মাৎ ছদ্মবেশ পরিবর্ত্তনে দেবমূর্ত্তি ধারণ।

ইন্দ্র। দেব পুরোহিত, এই তোমার দেব বাৎসল্য ?

বিশ্ব। একি ! ছদ্মবেশে আমায় প্রতারণা !

ইন্দ্র। প্রতারণা নয়, প্রতারণার আবিষ্কার। আপনি দেব পুরহিত হোয়ে গোপনে দৈত্যগণকে যজ্ঞভাগ দান করেন এ আমরা বহুদিন বুঝতে পেরেছি। আজ সে প্রতারণার অবসান। উপযুক্ত প্রতিফল গ্রহণ কর।

(বিশ্বরূপের মস্তকত্রয় ছেদন)

(অকস্মাৎ মধ্য মস্তক হইতে বৃত্রাসুর, দক্ষিণ ও বাম মস্তক হইতে যথাক্রমে তরবারি ও কমণ্ডলুর উত্থান।)

বৃত্র। কেরে কেরে তোরা ?
কোথা মহাদর্পী দেবতার দল ?
খণ্ড খণ্ড করি উড়াইব সবে, স্বর্গ উপাড়িব
চন্দ্র তারা উপাড়িব বলে, স্থাবর জঙ্গম বিশ্ব দিব রসাতলে।

ইন্দ্র। মায়া বলে দানব জনম লভে !
বধ এরে শিশুকালে—অন্যথায় ঘটিবে জঞ্জাল।

দৈববাণী। সাবধান সুরপতি,
অন্য অস্ত্র ছার
শূলে যার বিশ্বের প্রলয়

তারে ভয় নাহি করে বৃত্রাসুর।
দেব দর্প খর্ব্ব তরে
পশুপতি বরে অজেয় বৃত্রের বাহু।

বৃত্র। কেরে মহাদম্ভী দেব তোরা!

ইন্দ্র। পালাও পালাও দেবগণ আজ পশুপতির কোপানলে পতিত।

(দেবগণের প্রস্থান)

দৈব। বৃত্রাসুর, এক হস্তে অসি অপর হস্তে ধর্ম্মের নিদর্শন ধারণ কর। সাধন বলে পশুপতির দয়া লাভ ক'রে, অস্ত্র বলে দেব জয় কর। তোমা হোতে বিশ্বের অনন্ত মঙ্গল সংসাধিত হবে। বর্ত্তমানে দধীচির শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে দেব দুর্ল্ভ ব্রহ্ম-বিদ্যা শিক্ষা কর।

বৃত্র। শিরোধার্য্য দৈববাণী আদেশ তোমার।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

দধীচির আশ্রম।

দধীচি ও নন্দীর প্রবেশ।

গুরুদেব,
সে দিনের কথা শুনিবারে বড় অভিলাষ
দেবাসুরে কি হেতু সমর বাধে?

দধীচি। আহা
বড় প্রীতি পাই আমি সে কথা স্মরিলে ;
যবে দেবাসুরে মিলি
মথিল ক্ষীরোদ নীর,
পূর্ণ পাত্র অমৃত উঠিল
রমা দেখা দিল
উজলিল ক্ষীরোদ সাগর।
তবু প্রীতি না হইল মনে—
পুনঃ ঘর্ঘর নিঃস্বনে
প্রাণ পণে মথিল সাগর বারি—
বিষ কুম্ভ তাহে দেখা দিল।
অমৃতের তরে দেবাসুরে
বাধিল সমর,
থর থর অবনী কাঁপিল
উথলিল সাগরের জল।
মোহিনী মূরতি ধরি
গোলোক বিহারী
বাঁটি দিলা অমৃত দেবেরে,
ভোলানাথে কেহ না শুধালো।

নন্দী। নীলকণ্ঠ নাম
ভোলানাথে কেবা দিল গুরো ?

দধীচি। তারে নাম কে দিবে পাগল ?

ইচ্ছায় যাহার
বার বার বিশ্বের প্রলয়
স্বেচ্ছায় না নিলে তারে নাম কেবা দিতে পারে?
সুধা-ভাণ্ড সবে বাঁটি নিল
হলাহলে অবনী ছাইল
বিশ্ব প্রণমিল ভোলার চরণে;
ভোলা ভুলে গেল অভিমান
গরল করিল পান
নীলকণ্ঠ নাম প্রচারিল ভুবন মাঝারে।

নন্দী। গুরুদেব, অকস্মাৎ একি হোল! আকাশ মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন, সমস্ত বিশ্ব নিস্তব্ধ যেন মহাপ্রলয়ের সূচনা! তব পুণ্য-তপোবনে এ অশুভ সংঘটনের হেতু কি গুরুদেব?

দধীচি। শিব, শিব, শিব!
শিব ভক্ত জনে অশিব কেমনে হবে?
চিন্তা নাহি কর বৎস,
তাপসের তপোবন
হরিহরে করেন রক্ষণ।

নন্দী। মেঘমালা হোতে ক্ষণে অগ্ন্যুদ্গিরণ হোচ্ছে। ঘোর অন্ধকার! নিস্তব্ধা প্রকৃতি! সূর্য্যদেব মধ্য গগনে অস্তগত। ঘন ঘন উল্কাপাত! একিগুরুদেব পদতলে পৃথিবী প্রকম্পিতা!

দধীচি। শিব শিব শিব। নন্দী, দেখ দেখ দেখ বহুদিন পরে ধরিত্রী জননী আজ সন্তানের পদ ভরে প্রপীড়িতা। ধরণী-ভার

লাঘবের সময় উপস্থিত। নন্দী এ মহাযোগ বিশ্ববাসীর সদা আকাঙ্ক্ষিত। উৎকণ্ঠিত হয়োনা, আজ বিশ্বপাতার চরণে প্রকৃতি জননীর দুঃখ জ্ঞাপনের দিন উপস্থিত। বিশ্বের অনন্ত মঙ্গল সংসাধিত হবে। যুগান্তরের প্রারম্ভ। শিব শিব শিব!

(বৃত্রের প্রবেশ)

বৃত্র। গুরুদেব
বার বার প্রণতি চরণে।

দধীচি। বৎস
কেবা তুমি গুরু বলি কর সম্বোধন ?

বৃত্র। গুরো,
সত্য কহি বিবরণ;
দেব গর্ব্ব খর্ব্ব তরে
পশুপতি বরে জনম আমার।
দৈব বলে বলী
বৃত্র নাম ধরি
বিদূরিব দেবতার দল
ধর্ম্ম শক্তি একত্র নিয়োগি।
দৈববাণী আদেশিল মোরে,
যাও দধীচির ঘরে
লভ সেথা শিষ্যত্ব মুনির,
দেবাদেশে তব পাশে
মম আগমন;

তপোধন,
কর শিষ্যত্বে গ্রহণ,
ব্রহ্ম বিদ্যা শিখাও আমারে।

দধীচি। তপে তুষ্ট সুরপতি
ব্রহ্ম বিদ্যা শিখাইল মোরে।
ব্রহ্মবিদ্ জনে মরণের নাহি অধিকার,
ইচ্ছা মৃত্যু তার
বিশ্ব শক্তি করতলগত।
আদেশিলা মোরে—
ব্রহ্ম বিদ্যা দানে
কোন জনে কভু না দানিব,
অন্যথায় তার, শিরশ্ছেদ নিশ্চয় আমার।

(অশ্বিনী কুমারের প্রবেশ)

অশ্বিনী। কোন চিন্তা না কর তাপস
ব্রহ্মবিদ্যা শিখাও আমারে।
শিরশ্ছেদে কেবা কোথা ডরে?
আমি বাঁচাইব
মৃতদেহে জীবশক্তি পুনঃ সঞ্চারিব।

দধীচি। অশ্বিনী কুমার,
মরণের ডরে ব্রহ্মবিদ্যা না করি গোপন।
পাত্র ভেদে শক্তি ভেদ তার,
দৈবশক্তি বিনা

কার শক্তি সে বিদ্যা ধারণে!

বৃত্র। তপোধন
দৈবাদেশে যাচি বিদ্যা
দৈবশক্তি মম দেহে অবশ্য প্রকাশ।
আশাচ্যুত ক'রনা তাপস।

অশ্বিনী। ভিক্ষা মাগি তাপস প্রধান
ভিক্ষা আশে অতিথি তোমার দ্বারে।
তপোধন অতিথিরে নাকর বঞ্চনা।

দধীচি। তিষ্ঠি লহ দেব শ্রেষ্ঠ আতিথ্য আমার
অতিথিরে নিরাশ না করি কভু।
দেব দর্প খর্ব্ব কারী বৃত্রাসুর,
সত্য যদি দৈবাদেশে তব আগমন—
অবশ্য করিব তোমা ব্রহ্মবিদ্যা দান।
কর আয়োজন,
সরস্বতী তীরে
তোমা দোহে ত্বরায় ভেটিব পুনঃ
প্রতিজ্ঞা আমার।

বৃত্র। শিরোধার্য্য গুরুর আদেশ।

(বৃত্র ও দধীচির প্রস্থান)

নন্দী। কে গা তুমি দেবতা? মুনির মাথাটার উপরে তোমার এত ঝোঁক কেন? দেবতা গুলো এম্নিই স্বার্থপর বটে।

অশ্বিনী। মুনির তাতে কোন অশিব হবে না।

নন্দী। সাবধান, এ শিবের পুরী, এখানে অশিব টশিব ব'ল্লে একেবারে ঘাড়টি মট্‌কে দোব। যেমন ভোলানাথ তেম্‌নি তাঁর চেলা। তাঁরে দুবার গাল বাজালে ভুলে যান, মুনিরও সেই দশা। বলি হ্যাঁগা দেবতা সত্যি সত্যি বল দেখি মাথাটায় তোমার কি বড়ই দরকার ?

অশ্বিনী। ব্যঙ্গ ত্যজ মুনির কুমার,
দেব বাক্য অন্যথা না হবে
নির্ব্বিবাদে ব্রহ্মবিদ্যা অবশ্য লভিব।

(প্রস্থান)

নন্দী। সব সেই ভোলার খেলা।
গুরু বলেন ভোলা নেশার ঘোরে সদাই ঢুলে
আমি ত দেখি তার নিত্য জাগরণ।

———:o:———

তৃতীয় দৃশ্য

ইন্দ্রালয়

(ইন্দ্র, দেবগণ ও অপ্সরাগণ)

গীত।

কি মধু মাখান মরি অমরা খানি
মধুর আধার হেথা মধুর খনি।
মধু হেথা ফলে ফুলে মধুর অনিলে দোলে
মধুর প্রবাহে চলে মন্দাকিনী।
মধু হেথা মধু মুখে মধু অমরী বুকে
দুখ নাই শোক নাই
স্থির চির যৌবন জরা না জানি॥

(অপ্সরাগণের প্রস্থান)

বরুণ। হের হের সুরপতে
স্বর্গের বাহিরে
প্রলয়ের পূর্ণ নিদর্শন।
দিক্ হস্তী সঘনে গরজে,
উথলে বারিধি নীর
ঘন ঘন বিশ্বের কম্পন।

(ধরিত্রীর প্রবেশ)

ধরিত্রী। রক্ষ রক্ষ সুরেশ্বর
বার বার মিনতি চরণে।
বাঘাম্বর ভাবেতে বিভোর
ভবানী ভবেশ ধ্যানে,

মম পানে নাহি চাহে ফিরে।
কহ কহ শচীপতি
মম প্রতি কি হেতু বিরূপ সবে ?

ইন্দ্র। কি হেতু উতলা মাতঃ
নেহারি তোমায় ?
বার বার তোমার রক্ষণে
দেবগণে ধরায় জনমি সবে
কেশবের সঙ্গীরূপে,
বল রমা
এ আশঙ্কা কি হেতু তোমার ?

ধরিত্রী। নিশ্চিন্ত ত্রিদশালয়ে ত্রিদিবের পতি
মম গতি নাহি চিন্ত মনে।
বার বার এ বিষম ভার
সহিবারে জনম আমার
গদাধর বাম মম প্রতি।
মহাশক্তি অংশে জন্ম
লভি বৃত্রাসুর
পদভারে নিপীড়িবে মোরে।
দেবাসুরে বাঁধিবে সমর ;
থর থর অঙ্গ কাঁপে স্মরি
দেব-অরি
ব্রহ্মবিদ্যা ধরি অমরত্ব লভিবে ধরায়,

ঠেকি দায়
কেমনে হে সুরপতে
সহিব সে ঘোর নিপীড়ন ?

দেবগণ। ব্রহ্মবিদ্যা বৃত্রাসুর কেমনে লভিবে ?

ইন্দ্র। স্থির হও দেবতা মণ্ডলী।
কহ শুনি ধরিত্রী জননী
ব্রহ্মবিদ্যা বৃত্রাসুরে কেবা করে দান ?

ধরিত্রী। শিব ভক্ত তাপস প্রধান
আথর্ব্বণ
করে দান ব্রহ্মবিদ্যা সরস্বতী তীরে।
দেব দর্প খর্ব্ব তরে
বৃত্রের জনম,
ধরম আশ্রয়ে সুর কাড়ি লবে ইন্দ্রত্ব তোমার,
হও আগুসার
প্রতিকার কর এবে তার।

ইন্দ্র। ফিরে যাও রমা নিজালয়ে,
দেবালয়ে নাহি রবে
দেবের নিবাস
বৃত্র যদি ব্রহ্মবিদ্যা লভে !
আরে রে তাপস
ভুলিয়াছ আদেশ আমার
ব্রহ্মবিদ্যা দানে

শিরশ্ছেদ অবশ্য তোমার।
যাও দেবগণে
জনে জনে রক্ষা কর বিশ্বের তোরণ,
আথর্ব্বণ
কর্ম্মফল ভুঞ্জিবে দেবের করে।
হর বারি বারিধির পতি
শীঘ্রগতি ভুবন মাঝারে,
দূরে দূরে লহ প্রভঞ্জন
বেদ বাক্য প্রণব-ঝঙ্কার :—
বিশ্বে আর রহিবে না দেবের প্রভাব।

———:০:———

চতুর্থ দৃশ্য

বিল্ব-বৃক্ষ মূল।

জয়ার পুষ্পাদি সহ প্রবেশ

জয়া। বাবার আমার কোন গোল নেই। ছুটো বেল পাতা পেলেই সন্তোষ। কখন একটা পাতা প'ড়বে, মাথা পেতে নেবেন, এই জন্যে বাবা সারাদিন বেল গাছের তলায় ব'সে আছেন। মা মাগীও তেমনি পাগ্লী ছুটো ছিটে মন্ত্র শিখে পাগলকে বশ ক'রে নে তা না সে ও সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। নন্দীটে পূজোর সময় বড় জ্বালাতন করে আজ আর বসতে দিচ্ছিনে।

নন্দী। জয়া আমায় দুটো ফুল দিবি? আমি ত আজ আর ফুল পেলুম না।

জয়া। না—এ ফুলের আমি একটাও দোব না।

নন্দী। ফুল গুলো সব তুলে এনেছিস?

জয়া। নন্দী তুই কি রোজ পূজোর সময় জ্বালাতন করবি? নিজের ত পূজোয় মন নেই কেবল খানিক চুপ করে বসে থাকা। যা আমার পূজো শেষ না হোলে তুই বসতে পাবি না।

নন্দী। না পাই না পাব। দেবতাটা যে বোকা, তা নইলে তোরে জব্দ ক'রে ছাড়তুম।

জয়া। কি? ইষ্টদেবের নিন্দে? তোর নরকেও স্থান হবে না।

নন্দী। না হয় না হবে। সত্যি কথা বল্‌বো তা যেই হোন্ না কেন? বোকা বলে বোকা নিরেট বোকা; নইলে এত দেশের ফুল থাকতে ফুল চাই কিনা ধুতুরোর! যত দেশের ছাই পাঁশ না হোলে তাঁর পূজা হবে না, নইলে তুই কিনা আমায় দু'কথা শুনিয়ে দিস! কত শত ভাল ভাল ফুল তপোবনে ফুটে র'য়েছে তাই এনেফেলতুম।

জয়া। শিব শিব শিব! শিব নিন্দা শুন্‌তে হোল!

নন্দী। নিন্দের এখনও হয়েছে কি? গুণ গাইতে আরম্ভ ক'রলে ও আঠারো পুরাণের কুলায় না—তবু ব'লে বেড়ান আমার কোন গুণ নেই। যাক ও এক রকম হোয়েছে ভাল, বোকা দেবতা

পেয়ে এক রকম কাজ সারার স্থবিধে হোয়েছে। যা—তা ক'রে এক রকম বুঝিয়ে গেলেই হোল।

জয়া। যা পাষণ্ড তোর মুখ দেখলেও পাপ হয়।

নন্দী। যা আমিও তোর মুখ দেখবো না। থাক্ তুই তোর বেল গাছ নিয়ে আমার এখন অনেক কাজ; তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়ে ব'সে দুটো গাল বাজিয়ে নিয়ে চ'লে যাই।

(নন্দীর বিভিন্ন মুখে উপবেশন)

হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্।

(অকস্মাৎ নন্দীর সম্মুখে বিল্ব বৃক্ষের উথান)

ধ্যান মগ্ন নন্দী।

জয়া। একি! এখানে বেলগাছ! নন্দী, শিবদ্বেষী নন্দী! তোর উপরে বাবার এত দয়া! নন্দী, নন্দী আমি তোরে কত কটু বলেছি আমায় ক্ষমা কর্।

নন্দী। (ধ্যানাবস্থান) কেরে কেরে চাহ ক্ষমা ?

দোষাদোষ অতীত যে জন

নিন্দা স্তুতি কেমনে পরশে তায় ?

চিদানন্দ রূপ আমি

অব্যক্ত অব্যয়

বিশ্বময় আমার বিকাশ।

তুমি আমি বিশ্ববাসী

ভিন্ন দেহে একের বিকাশ

ঘটধ্বংসে ঘটাকাশ মিশাইবে অনন্ত জীবনে।

জয়া। একি ! একি প্রভো !
একি লীলা তব দয়াময় !
বিশ্বময় তব জ্যোতি,
মহাশক্তি মূর্ত্তি হেরি প্রতি লোম কূপে !
অনন্ত এ দেহে তব
অনন্ত ব্যাপিয়ে
উথলিছে অনন্ত সাগর,
কোটী কোটী বিশ্ব তাহে
ক্ষণেক জনমি
প্রতিক্ষণে লভিছে প্রলয়
জ্ঞান হয়
কোটী সূর্য্য তোমাতে প্রকাশ।
শত শত ব্রহ্মা বিষ্ণু
শত মহেশ্বরে
যুক্ত করে তোমারে বন্দিছে,
দেব নরে করে গুণ গান
বিশ্ব প্রাণ তোমাতে বিভোর,
হের অঙ্গ কাঁপে থর থর
সম্বর সম্বর কে তুমি অনন্ত প্রভো
এ রূপ তোমার।

নন্দী। (ধ্যান ভঙ্গে) জয়া এত ঘটা ক'রে পূজা আরম্ভ ক'রলি আর এরই মধ্যে সব হোয়ে গেল ? সবই তোর ভড়ং।

জয়া। (স্বগতঃ) একি! স্বপ্ন সব!
নন্দী, এ বেল গাছটা কোত্থেকে এল?

(শান্তির প্রবেশ)

শান্তি। নন্দী, জয়া, তোদের পূজা শেষ হোয়েছে?

উভয়ে। হাঁ মা হোয়েছে।

শান্তি। আহা তোদের দুটীকে দেখ্‌লে আমার মনে বড় আহ্লাদ হয়। তোরাই আশ্রমের সুখ শান্তি।

জয়া। মা, গুরুদেব আজ আশ্রমে নাই কেন?

শান্তি। সে জন্যই এখানে এসেছি মা। দধীচি সরস্বতী তীরে বৃত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা শিখাতে গিয়েছে। কিন্তু আশ্রমের আজ বড় অশুভ দিন। ক্ষণে ক্ষণে বোধ হ'চ্ছে যেন ধরণী আর এভার বহনে অসমর্থা। আশ্রম আজ নিরানন্দ, কি যেন এক অশুভের অপেক্ষায় সমস্ত তপোবন নিস্তব্ধ।

নন্দী। শান্তিরূপিনী মা, তোমার বর্ত্তমানে আশ্রমের কি অমঙ্গল সম্ভব? বিশ্বের এমন কোন শক্তি দেখি না যে শিবভক্ত দধীচির আশ্রমে অশুভ আনয়ন করে।

শান্তি। নন্দী, তোর অগাধ বিশ্বাসের ফলে ভোলানাথ তোকে নিশ্চয় দয়া ক'রবেন।

নন্দী। মাতৃ আশীর্ব্বাদ অবশ্য সফল হবে।

শান্তি। এখন তোরা আয় এই বিল্ব বৃক্ষকে বেষ্টন ক'রে সন্তানের

মঙ্গলের জন্য শিবের মাথায় জল দান করি।

(বৃক্ষ বেষ্টন)

শান্তি। আশুতোষ,
তুষ্টি লভি কর তুষ্ট মায়ের অন্তর,
দেহ বর দধীচির করহ কল্যাণ।

(জল দানে উদ্যতা)

(অকস্মাৎ বৃক্ষ মূল হইতে শিবের উত্থান)

শিব। ক্ষান্ত হও
বারি দানে দধীচি জননী।
শান্তি অংশে
শান্তি নামে জনম তোমার
বিশ্বে শান্তি স্থাপনের ভার
বিশ্বেশ্বর অর্পিতেছে তোমা।
পদভারে প্রপীড়িতা
নিপীড়িতা ধরিত্রী জননী
মম পদে জানায়েছে মরম বেদনা,
জাননা জাননা
কিবা জ্বালা
সহে বালা যুগ যুগান্তরে।
তারি তরে যুগে যুগে
আমার জনম,
ধরম প্রতিষ্ঠা করি

আঁখি বারি ঘুচাই যতনে।
এবে মহাদর্পী দেবতার দল
অবিরল ধরা'পরে করে অত্যাচার
বিশ্বভার অসহ্য রমার ;
তাই বৃত্রাসুর মম অংশে
জনম লভিল,
ধর্ম্ম বলে বিদুরিবে দেবতার দল ।
দেব গর্ব্ব খর্ব্ব তরে জনম তাহার,
বিশ্বেশ্বর সদাতুষ্ট তার প্রতি।
হেন বৃত্র ব্রহ্মবিদ্যা
যদি মাতা লভে
অমরত্ব পাবে
কেবা ভবে রোধিবে তাহার গতি।
বিশ্বের মঙ্গল
বিশ্বেশ্বর যাচে মাতা চরণে তোমার,
ভিক্ষা দাও ভিখারীরে
ভিক্ষাতরে ভোলানাথ আজি তব দ্বারে।
মাতা,
কমণ্ডলু ঝরি
বিন্দু বারি পড়ে যদি শিরসে আমার,
ভুলে যাব বিশ্বের মঙ্গল
ভুলে যাব ধরিত্রীর করুণ রোদন ;

ইচ্ছামত বর বাঘাম্বর দিবে মাতা

এখনই তোমায় ;

কি হবে উপায় !

বৃত্র যদি ব্রহ্মবিদ্যা পায়

দেবতায় না রাখিবে

আর সে ত্রিদিবে ।

বিশ্ব রসাতলে যাবে

সৃষ্টি ধ্বংস হবে ;

কর মাতা উপায় তাহার।

সন্তান মঙ্গল

বিশ্বের মঙ্গল কিবা চাহ বল মা মহেশে।

শান্তি। ধন্য ধন্য তপোধন

দধীচি আমার,

ধন্য তার তপোলব্ধ আশ্রম নিবাস।

মহেশ্বাস উদিল তাহার পুরে!

ভোলানাথ ভিখারী

তাহার দ্বারে !

চাহিনা চাহিনা প্রভো

সন্তান মঙ্গল,

চাহিনা চাহিনা প্রভো

বিশ্বের মঙ্গল ;

তোমাতে জনম লভি

পুনঃ পাব তোমাতে নিলয়,
তুমি আদি কর্ত্তা প্রভো
তুমি অন্ত তার,
ইচ্ছায় তোমার
ক্ষণে ক্ষণে কোটী বিশ্ব লভিছে প্রলয়।
দিওনা কামনা প্রভো
আর এ হৃদয়ে,
আর রাখিও না মায়ার নিলয়ে,
তোমার রেণুকা প্রভো
তোমাতে মিশায়ে লও,
ভোলানাথ
কিবা ভিক্ষা দিব তোমা ?
কর্ম্ম ফল সব মম লও ;
পথ দাও যাব তব সাথে
রব নাথ তোমাতে মিশিয়ে সদা।

শঙ্কর। তথাস্তু তাপস মাতা
অভিলাষ অবশ্য পূরিবে তব,
ভোলানাথ মহাতুষ্ট
আজি তব দানে।

———:০:———

পঞ্চম দৃশ্য ।

সরস্বতী তীর ।

অশ্বমুখ দধীচি ও অশ্বিনীকুমার ।

অশ্বিনী । কি আনন্দ তপোধন অন্তরে আমার,
লভিলাম ব্রহ্মবিদ্যা গুরো ।
শিরশ্ছেদে কিবা চিন্তা দেব ?
তব শির যতনে লুকায়ে
অশ্বমুখে ব্রহ্মবিদ্যা করিনু শ্রবণ ।
তাপস প্রধান,
কি দক্ষিণা দিবে দাস
হেন বিদ্যা লাভে ?

দধীচি । অশ্বিনীকুমার,
দক্ষিণার কিবা প্রয়োজন ?
মহা তুষ্ট বিনয়ে তোমার,
দক্ষিণা তোমার চির অচলা ভকতি ।

(বৃত্রাসুরের প্রবেশ)

বৃত্র । গুরো
বার বেলা সমাগত প্রায়,
কর মোরে ব্রহ্মবিদ্যা দান
অন্যথায় কার্য্য পণ্ড হবে অচিরাৎ ।

অশ্বিনী । গুরুদেব
কাঁপে ধরা থর থর

চরণের তলে,
সুরপুরে রণ আয়োজন,
দেবগণ আসে বুঝি
বিঘ্ন দানে তাপসের পবিত্র উদ্যমে।
নিশ্চিন্তে করহ দেব
কর্ম্ম সমাধান,
সাবধানে সদা রব রক্ষণে তোমার।

(প্রস্থান)

দধীচি। বৎস,
শুভক্ষণ এবে সমাগত
অবগাহি সরস্বতী নীরে
শুদ্ধভাবে করি আচমন
ইষ্ট দেবে স্মরি
কর বৎস সে বিদ্যা গ্রহণ।
ভক্তি ভরে পূজ শক্তিধরে
তাঁর বরে, অক্ষয় হইবে তব প্রভাব ধরায়।

বৃত্র। যেবা আজ্ঞা শিরোধার্য্য গুরো।

(বৃত্রের সরস্বতী গর্ভে অবতরণ)

একি একি প্রভো!
নিমেষে লুকায়ে গেল
সরস্বতী নীর!
বিন্দুমাত্র বারি নাহি আছে

ধু ধু করে প্রশস্ত প্রান্তর !
গুরুদেব এ নিশ্চয়ই সেই মহাদর্পী দেবরাজের মায়া। আমার শক্তি নাশের জন্য মায়া বলে তটিনীর বারি অপহৃত ! আজ্ঞা কর দেব, আপনার আদেশ পেলে বৃত্র সামান্য শক্রর জন্য ভ্রূক্ষেপও করে না। আজ্ঞা কর এই মুহূর্ত্তে শত সরস্বতী সৃজন করি।

দধীচি। বৎস ক্ষান্ত হও। দেবমায়া মানব বুদ্ধির অতীত। যাঁর করুণায় তোমার এ ঐশ্বর্য্য লাভ সেই দেব দেবকে স্মরণ কর। তিনি তুষ্ট হোলে কোন আশঙ্কা থাকবে না। কি আশ্চর্য্য দেব-মায়া ! কমণ্ডলুতেও বিন্দুমাত্র জল নেই ! ভোলানাথ, আজ যদি বৃত্রকে মন্ত্র প্রদানে অকৃতকার্য্য হই তোমার নামে কলঙ্ক হবে।

উঠ উঠ মা জননী
বীণাপাণি বাগীশ্বরী,
বিন্দু বারি কর মা তনয়ে দান,
রাখ সন্তানের মান
বিশ্বেশ্বরী বিশ্ব সনাতনী।
উঠ শ্বেত সরোজদলে শ্বেতবরণা,
শোভমানা স্মিত বদনা,
শ্বেত অম্বরে শত সৌদামিনী শোভা পায়।
আদিরূপা সনাতনী
অজ্ঞান নাশিনী জ্ঞানময়ী বেদ-প্রসবিনী।
কর কৃপা কৃপাময়ী

করুণায় হও মা উদয়,
রাখ দায় দয়াময়ী দীনের জননী।
(অকস্মাৎ নদীবক্ষ হইতে সরস্বতীর উত্থান)

রস্বতী। তপোরত তাপস প্রধান,
অবধান কর মুনে মিনতি আমার ;
শিব ভক্ত তুমি দেব
শিবের আকার,
সাধ্য কার তব আজ্ঞা করিবে হেলন,
তপোধন হেন জন কেবা এ ভুবনে
তোমা জনে করে অপমান ?
আজ্ঞা কর তাপস প্রবর,
মহেশ্বর বিশ্ব আনি
দিবে ডালি চরণে তোমার ?
কি ছার শকতি মম
কি বুঝিব মহিমা তোমার
অনন্তস্বরূপ প্রভো দয়ার আধার।
পূর্ণ শক্তি বিকাশ যাহায়
কার শক্তি তারে করে অপমান ?
অবধান, তাপস প্রধান,
দেবাদেশে মম বারি করি সংবরণ ;
তপোধন আদেশ লঙ্ঘন
কেমনে সম্ভব মম ?

কৃপা করি দেখহ বিচারি
বারি হরি অপরাধ কেমনে আমার ?

বৃত্র। গুরুদেব,
ছলনায় সরস্বতী বারি
হরি নিল বারিধির পতি
না মানিল বিশ্বপতি অনুরোধ।
গুরো, তব কৃপা বলে
আজি এই স্থলে
ভোলানাথে করি আবাহন ;
ভোলা দেখা দিবে,
জটে জটে জাহ্নবী ঝরিবে,
পূত বারি ভাসাইবে আবার ভূতল।
এস এস মহেশ্বর
বাঘাম্বর বিশ্বেশ্বর বিশ্ব সনাতন,
দেব দর্প খর্ব্ব তরে
তব বরে জনম আমার,
বিশ্বভার হরণের ভার
বিশ্বম্ভর করুণায় করহ অর্পণ।
দেবমায়া প্রবল ভূতলে—
শক্তি বলে তব শক্তি করে অপমান,
কর শিক্ষা দান,
রক্ষা কর তাপসের মান—

তব নাম আর না রহিবে ভবে।

(অকস্মাৎ মধ্য গগনে শিবের কমণ্ডলু করে আবির্ভাব)

শঙ্কর। কেরে কেরে করে
মম ভক্তে অপমান?
বিশ্বের বিধান বিশ্বেশ্বর আর না রাখিবে করে।
যেবা পার বিশ্ব ভার করহ গ্রহণ
মম প্রয়োজন আজি হোতে হোল অবসান।
লও মহাশক্তি তব
শক্তির আধার,
প্রলয়ের ভার অন্য জনে করহ অর্পণ।
আর কৈলাসে না রব,
দূরে দূরে চলে যাব,
ভক্ত মম মরমে বেদনা পাবে!
আয় আয় বিশ্ববাসী
কে আছিস আয় ছুটে চলে,
জেগেছে রে ভোলা
আর না ভুলিয়ে রবে।
দূরে যাক্ বিশ্বের কল্যাণ
ভক্ত মম সবে অপমান!
আয় আয় বৃত্রাসুর
ধরি নেরে কমণ্ডলু—বারি,
বারিধির পতি হরিল ধরণী—বারি

আমি বারি করিব রে তোরে দান ;
কর তাপস প্রধান
ব্রহ্মবিদ্যা দান,
যায় যাবে বিশ্ব রসাতলে
ভক্ত মম রহিবে কুশলে।
তোর তরে বিশ্ব তেয়াগিব
স্বেচ্ছায় অনন্ত বিশ্ব মুহূর্ত্তে সৃজিব ;
বিশ্ব গেলে কোটি বিশ্ব পুনঃ জনমিবে
ভক্তাধীন হেন ভক্ত কেমনে লভিবে ?

বৃত্র। হর হর শঙ্কর মহেশ মহেশ্বর
কৈলাস-ভূধর-শিখর-বাসী।
জীব-জন-রঞ্জন পূর্ণ সনাতন
বিশ্ব কারণ প্রভো বিশ্বনাশী ॥
(নমঃ) গঙ্গা-তরঙ্গিত জটাজাল শোভিত
বিষধর-ফণীবর-শিখর-ধারী।
(নমঃ) কণ্ঠে হলাহল অর্দ্ধ-চন্দ্র-ভাল
হাড়-মাল-গল ত্রিপুর অরি ॥
দেহি দেহি নাথ ভবেশ ভবনাথ
আশ্রয় দীন জনে দীনের গতি,
সম্বল সাগরে আঁধারে অঘোরে
রাখ চরণে মিনতি ত্রিদশের পতি।

শঙ্কর। ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্
নাচ ভোলা আনন্দে মাতিয়ে।
ডিমি ডিমি বাজ্‌রে ডমরু
ঝর ঝর জটাজুটে
মন্দাকিনী বারি
ভকত ডাকিছে তোরে।
কেরে কেরে করে
ভোলারে স্মরণ ?
বিশ্বজন কিবা যাচ ভিখারীর করে ?
বাঘ ছাল বিভূতি সম্বল,
অস্থি মালা কণ্ঠ আভরণ,
ভূতগণ সঙ্গে রঙ্গে ফেরে
সতত শ্মশানে ঘোরে
ভিখারীরে কে করে স্মরণ ?
যাচি নেরে
বিশ্ব অধিকার,
ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মত্ব কিম্বা
শিবত্ব আমার
বিশ্বভার আজি হোতে করিব অর্পণ।

বৃত্র। তুষ্ট যদি মহেশ্বর,
শঙ্কর কিঙ্কর মাগে বর
কর তারে অজেয় ভুবনে।

শঙ্কর। তথাস্তু অসুর বর,
মম বরে
শক্তি তব রহিবে অজেয় ;
চক্রপাণি চক্রধরি
পাবে পরাজয়,
শিব শূল
নিত্য যাহে বিশ্বের প্রলয়
তোরে হেরি নিস্তেজ রহিবে করে ;
বিশ্বের মাঝারে
গুরু বিনে অন্য জনে
কেহ না বারিবে তোরে।

(প্রস্থান)

বৃত্র। মন্দাকিনী বারি
পরশে পবিত্র এবে
কর গুরো ব্রহ্ম বিদ্যা দান।

(উপবেশন)

দধীচি। হের হের দ্রুত প্রভঞ্জন
দূরে লহে প্রণব ঝঙ্কার
মন্ত্র-অধিকার শ্রুতি-মূলে নাহি পশে তব।

বৃত্র। ক্ষান্ত হও প্রভঞ্জন
আদেশি তোমায়,
দেবের মায়ায় বৃত্র নাহি ডরে।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র।　কেরে কেরে করে
দেবে অপমান ?
ব্রহ্ম বিদ্যা দান
কর মুনে দেব অরাতিরে ?
ভুঞ্জ প্রতিফল,
শিব বল রক্ষিতে নারিবে।

(দধীচির শিরশ্ছেদ)

(অকস্মাৎ দধীচির ছিন্ন দেহ হইতে ব্রহ্মবধের উত্থান)

ব্রহ্মবধ। ব্রহ্মবধ আমি,
ব্রহ্ম হন্তা জনে
নরক দাহনে
কোটী কল্প রাখিব ডুবায়ে।
রোমে রোমে গরল ঢালিয়ে
রৌরব কটাহে
অনন্ত অনন্ত কাল দিব প্রতিফল ।

বৃত্র।　শীঘ্র যাও,
ইন্দ্র দেহে করহ আশ্রয়,
নরকে ডুবাও—
কোটী কল্প যুগ কর অন্তর মোক্ষণ।

(ইন্দ্রের দিকে ধাবিত)

ইন্দ্র।　রক্ষা কর রক্ষা কর।

বৃত্র। আরে আরে হীন মতি
দেবের ঈশ্বর,
শিবের কিঙ্কর তারে কর অপমান!
অভিমান কর ইন্দ্র
ইন্দ্রত্বে তোমার
শিবের কিঙ্কর শত ইন্দ্র মুহূর্ত্তে সৃজিতে পারে।
সাবধানে রক্ষা কর
শক্তি আপনার
বিশ্বভার দিব রসাতলে,
গুরু বলে রসাতলে বিদূরিব দেবে;
চন্দ্র ডুবে যাবে,
সূর্য্য নিভে যাবে,
রেণু রেণু বিশ্ব-কণা উড়িবে গগন ভালে।

(অশ্বিনীকুমারের মুণ্ড হস্তে প্রবেশ)

অশ্বিনী। গুরু বধে কি হেতু চিন্তিত শূর?
আমি বাঁচাইব,
মৃত দেহে জীব শক্তি পুনঃ সঞ্চারিব।
শিব শিব শিব।

দধীচি। শিব শিব শিব।
ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও
দিতির নন্দন,
মহাশক্তি কর সংবরণ।

ক্ষান্ত হও ব্রহ্মবধ

সুরেশ্বরে না কর পীড়ন,

মম দেহে করহ আশ্রয়।　　(ব্রহ্মবধের অন্তর্দ্ধান)

গুরো

অপরাধ না লহ দাসের,

করুণায় শিষ্য পুরে

অতিথি দেবেশ,

অর্ঘ্যলহ পূর্ণ মনস্কাম ।　　(অর্ঘ্যদান)

ইন্দ্র।　সাধু সাধু তাপস প্রধান

তুষ্ট আমি বিনয়ে তোমার ।

সার্থক সাধনা তব

ভব ধব বাঁধা তব ঘরে।　　(নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী।　　গীত

নিখিল চরাচর তোমার গোচর,
বিশ্ব পুরুষ তুমি বিশ্ব সনাতন,
অনাদি অনন্ত তুমি পুরুষ প্রধান।
তোমারি রবি শশী তোমারি আকাশে
তোমারই মহিমা জগতে প্রকাশে,
পূর্ণ ব্রহ্ম তুমি নিত্য নিরঞ্জন॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্বর্গ দ্বার।

বরুণ ও যমের প্রবেশ।

বরুণ। অদ্ভুত ক্ষমতা ধরে
অসুর নন্দন,
তিলেকে করিল চূর্ণ দেবের গরিমা।
সুধাপানে অমরত্ব দেবে
তাই রহে এখনও জীবিত।
অস্ত্রে অস্ত্রে ছিন্ন ভিন্ন তনু,
ছিন্ন ধনু, বাণ শূন্য অমরের তূণ।

যম। কাল আমি
কালে করি বিশ্বের প্রলয়
মোরে ভয় নাহি করে বৃত্রাসুর।
প্রতি অঙ্গে প্রহারিল বাণ
কণ্ঠাগত প্রাণ,
কাল বুঝি যাবে কাল গ্রাসে।

বরুণ। শোন শোন দেবের চীৎকার,
স্বর্গে আর রহিল না দেব অধিকার ;
প্রভঞ্জন সম

অস্ত্রে অস্ত্রে উড়াইছে দূরে,
প্রাণ ভয়ে দেবতা পলায়
ফিরিয়া না চায়
হায় হায় এত দিনে মজিল দেবের কুল।

(জনৈক দেবের প্রবেশ)

দেব। পালাও পালাও,
যে যেথা দেবতা থাক—
সুদূরে পালাও।

যম। কহ কহ যুদ্ধের বারতা।

দেব। হাহাকার, হাহাকারে পূরিল অমরা পুরী।
সুরপতি সুদূরে পলায়;
একে একে দৈত্যগণে
দেবগণে ধরিছে সাপটি—
ফেলে দেয় অধোমুখে,
অনন্ত অনন্ত শূন্যে ঘুরিতে ঘুরিতে
পড়িছে আশ্রয়হীন দেবতা মণ্ডলী;
কোটী কল্প যুগ
একটানে
কভু উর্দ্ধে, কভু অধোমুখে পড়িতে থাকিবে,
স্থান না মিলিবে,
বিশাল বিশাল শূন্যে
বিন্দুমাত্র স্থান না মিলিবে দেবে।

নেপথ্যে। পালাও পালাও
বৃত্র পিছু ধায়,
সুরপতি ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে করে পলায়ন।

নেপথ্যে। জয় বৃত্রাসুরের জয়।

বরুণ। ঐ, ঐ আসে দেবনাশী অসুরের দল!

(সকলের পলায়ন)

(বৃত্র ও পরাজিত ইন্দ্রের প্রবেশ)

বৃত্র। ছিঃ ছিঃ নির্লজ্জ দেবের পতি,
এই মুখে স্পর্দ্ধা কর—
অসুরে ভেটিতে?
ক্ষীণ প্রাণ, সঙ্কীর্ণ হৃদয়,
এ বলে বাঁধিতে চাও
শিব ভক্ত জনে?
যাও ইন্দ্র
বৃত্র নহে দর্প অভিলাষী,
হৃদে শিব জ্ঞান
শিব ধ্যান অন্তরে যাহার,—
শত ইন্দ্র ছার
বিশ্ব তার চরণে লুটায়ে রবে।

(প্রস্থান)

ইন্দ্র। চল চল অমরার বাসী
স্বর্গ ছাড়ি চল রসাতলে;
সেথা অন্ধকারে

প্রলয়ের বিশ্বব্যাপী অন্ধকারে—
মিলিব সকলে ;
প্রলয় সলিলে অনন্ত অনন্ত কাল রহিব ডুবিয়ে।

(প্রস্থান)

—:O:—

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্বর্গে দেব মন্দির।

শচী ও সহচরীগণ।

গীত।

ভোলা সদা ভুলে থাকে ডাক্‌লে আসে ছুটে চ'লে।
যাওনা মেগে শিবত্ব তার দিয়ে যাবে অবহেলে ॥
ভিক্ষা ঝুলি কাঁধে ক'রে, ঘুরে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে
হেথা অন্নপূর্ণা অন্ন বিলান ত্রিলোকেরে আয় ব'লে ॥
দাও না কেন ভস্ম রাশি, মাখ্‌বে গায়ে ফুট্‌বে হাঁসি
বোম্ বব বোম্ গাল বাজাবে নাচ্‌বে ভোলা তালে তালে ॥

১ম সখী। মরি মরি অমরার কিবা দশা আজি।

২য় সখী। দেবাসুরে—
বাধিল সমর ঘোর,
প্রাণ মোর সদা কাঁপে স্মরি।

শচী। কি ভয় দেবের সখী ?
দেব দেব রক্ষিবে সকলে ;
তাঁরি করুণায়—

দেবে পূজা পায়,
হেন দায় তিনি বিনা কে করে উদ্ধার ?

২য় সখী। দেবী,
শুনিয়াছি দেব অরি
শিবের কিঙ্কর,
শিব বলে অজেয় ভুবনে বৃত্র।

২য় সখী। নাম শুনি
ভয় হয় মনে।
কেমনে না জানি—
হেন অরি রোধিবেন সুরপতি।

শচী। কি ভয় অন্তরে তব দেবের ললনা ?
আপনি শঙ্কর
দেব করে অর্পিলেন—
সৃষ্টি স্থিতি ভার ;
দেব শক্তি রক্ষিত তাঁহার,
সাধ্যকার দেবে করে উৎপীড়ন।
তবে যদি রুষ্ট মহেশ্বর,
ভক্তিভরে পূজিয়া চরণ তাঁর
অভীষ্ট মাগিয়া লব ;
আশুতোষ রোষ ত্যজি রাখিবেন দেবের সম্মান।

২য় সখী। কর তবে
ভক্তি ভরে মহেশ অর্চ্চনা।

নেপথ্যে। জয় শিব ভক্ত বৃত্রের জয়।

১ম সখী। ওই ওই আসে,

কি হবে, কোথায় যাব—

হোল বুঝি দেব পরাজয়!

শচী। ক্ষান্ত হও দেব বালা,

দেবী হোয়ে—

সামান্য অসুরে কর ভয়!

২য় সখী। ওগো ওই বুঝি আসে!

(কুবলয় ও দৈত্যগণের প্রবেশ)

কুবলয়। আরে রে রে

এই যে একেবারে পরীর ঝাঁক।

খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে একেবারে চাকে এসে পড়েছি।

শচী। দেব নারী স্পর্শ নাহি কর।

কুবলয়। সত্যি নাকি? ওরে এইটে বুঝি গোদা পরী। নে চল, নে চল, অনেক কাজে লাগ্‌বে। দে ফেলে সব পূজোর জিনিষ।

দৈত্যগণ। দূর ক'রে দে।

কুবলয়। পরী গুলো সব বেঁধে ফেলে দে।

শচী। মহেশ্বর;

তোমার আশ্রিত দেবে

দৈত্যে করে অপমান!

(বৃত্র ও দৈত্যগণের প্রবেশ)

বৃত্র। একি !
দেবার্চ্চানে কর বিঘ্ন দান !
নারী'পরে কর অত্যাচার ?

শচী। বিস্মিত কি হেতু হেরি ?
দেব ভোগ্য অমরায়
অসুর নিবাস,
দেব নারী দেবার্চ্চনা কেমনে করিবে ?
তুমিও ত দেবজয়ী বৃত্রসহচর,
অসহায়া দেব নারী সম্মুখে তোমার
অত্যাচারে কি হেতু বিমুখ হেরি ?

বৃত্র। দেবী
দেব বরে বৃত্র করে
দেব পরাজয়।
দমি অত্যাচার
পাপ অনাচার
সুখ শান্তি করিতে প্রচার বৃত্র অবতার।
দেবী
দুঃখ পাই শুনি তব বাণী,
অত্যাচারী শিবের কিঙ্কর !

শচী। দৈত্য মায়া বুঝি মোরা ভাল ;
মিষ্ট ভাষে কিবা প্রয়োজন ?
কর আজ্ঞা

যেবা শাস্তি অভীপ্সিত তব।
বিচূর্ণ মঙ্গল ঘট, মঙ্গল দেবের নাহি জেনেছি নিশ্চয়।

বৃত্র। কুবলয়,
লঙ্ঘিয়াছ আদেশ আমার,
দেবালয়ে কর অত্যাচার
ক্ষমাযোগ্য নহ তুমি আর।
যাও বাঁধি এরে— (জনান্তিকে)
কঠিন শৃঙ্খলে
অবিলম্বে কর শিরশ্ছেদ।

কুবলয়। ক্ষমা ক্ষমা চাহি—

বৃত্র। বাক্যব্যয় নাহি কর আর।

(কুবলয়কে লইয়া প্রস্থান)

দেবী
ক্ষমা যোগ্য নাহি অপরাধ,
ক্ষমা ভিক্ষা কেমনে মাগিব ?
দেবী, সম্মুখে তোমার—
দেব-অরি বৃত্রাসুর
অনুতাপে রহে নত শির।
ক্ষমা উচ্চ হৃদয়ের—
উচ্চতম অলঙ্কার,
উদ্ধার করহ তারে কণা মাত্র দানে।

শচী। বৃত্র ! বৃত্র !

এই দেব-দ্বেষী বৃত্রাসুর !

বৃত্র

বুঝিলাম কি হেতু—

অমর বর বিশ্বেশ্বর করিল তোমারে দান ;

বুঝিলাম কি হেতু দেবের পতি

তব গতি রোধিতে নারিল,

কাল হেরি ভয়ে পলাইল।

বৃত্রাসুর,

স্বর্গচ্যুত অবজ্ঞাত—

দেবের মণ্ডলী,

আমি দেবনারী সম্মুখে তোমার

হৃষ্ট চিত্তে করি বর দান,—

হেন উচ্চ প্রাণ বৃত্রাসুরে—

অন্য দেব ছার

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে রোধিতে নারিবে।

দেব দেবী অমরা ত্যজিয়ে

স্বেচ্ছায় অনন্ত কাল

রসাতলে রহিব ডুবিয়ে।

হে অমরা

সুখ পাব তোমারে স্মরিলে,—

বৃত্র কোলে তোমারে করিল দান

অমরের রাণী। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

রসাতল।

(ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন স্থান)

প্রলয় বারিধি, প্রজ্জ্বলিত বারিধি নীরে নিমজ্জিত দেবগণ।

বরুণ। আর কত কাল ইন্দ্র—
হেন জ্বালা সহিবে দেবের দল ?

দেব। রক্ষা কর রক্ষা কর দেবের প্রধান,
কঠিন দেবের প্রাণ
তাই সহে হেন জ্বালা নীরবে সকলে।

যম। ধু ধু জ্বলে—
প্রলয় বারিধি নীর ;
প্রচণ্ড তুফান
নিমেষে উঠিছে শত পর্ব্বত প্রমাণ—
ঘন বায়ু শ্বাস-রন্ধ্র রোধে,
প্রতি কণিকায় বিশ্ব বীজ নিহিত হেথায় ;
জ্ঞান হয় শত বিশ্ব
পলকে পশিছে দেহে।

ইন্দ্র। দেবগণ
অনুতাপে দেবশক্তি করহ জাগ্রত।
এই অন্ধকার পুরে
প্রজ্জ্বলিত বারিধির নীরে—
ডুবি রহ যুগ যুগান্তর।

বিশ্বের সুতিকাগার
আদেশ ধাতার দেবের নিবাস ভূমি।
যথা প্রতি ক্ষুদ্র বট-বীজ
অন্তরে ধারণ করে
নভোস্পর্শী মহা মহীরুহ ;
হেথা প্রতি অণু প্রতি পরমাণু
বিশ্ব শক্তি করিছে ধারণ।
পলকে ধাতার—
কোটী বিশ্ব লভিছে নিলয়,
ইচ্ছায় তাঁহার—
হেথা কোটী পরমাণু
কোটী বিশ্ব নিমেষে প্রসব করে।

বরুণ। বল বল দেবের প্রধান,
আর কত কাল
হেন জ্বালা ভুঞ্জিবে অমর ?

ইন্দ্র। নিগৃহীত দেবের মণ্ডলী,
সাধ যদি অমরা লভিতে
কর মম আদেশ পালন ;
যুক্তি মম করহ গ্রহণ
অচিরাৎ অভীষ্ট পূরিবে।

দেবগণ। তুমি বিনা সুরপতে কে করে উদ্ধার ?

ইন্দ্র। গুরু ভক্ত বৃত্রাসুর

গুরু বরে এ ঐশ্বর্য্য তার।
অহঙ্কারে দেবে নাহি ডরে
দেব অরাতিরে—
দধীচি করিল তারে যোগ শক্তি দান।
দুর্ভাগ্য তাপস
সদা রহে যোগরত সরস্বতী-তীরে,
একাসনে ধ্যান করে দ্বাদশ বৎসর।
প্রেরি অপ্সরায়—
কর যোগ ভঙ্গ তার ;
রেতঃপাতে অশুচি হইবে তনু—
যোগ-ক্ষেম হইবে বিনাশ।

যম। উপযুক্ত মন্ত্রণা ধীমান।

ইন্দ্র। পুনঃ শুন দেবের মণ্ডলী
সাবধানে করিব মন্ত্রণা—
দধীচিরে করিব নিরয়-গামী,
কাড়ি লব ব্রাহ্মণত্ব তার।

দেবগণ। আহা আনন্দ অপার।

ইন্দ্র। আদেশিব পুনঃ অপ্সরায়
সিদ্ধ যবে অভীষ্ট তাহার,
অশুচি মুনির অঙ্গ যবে নিরখিবে
পরশিবে তনু তার ;
যোগ শক্তি নষ্ট হবে

ব্রাহ্মণত্ব যাবে,
ক্ষোভে রোষে ত্যজিবে শরীর।
মুনি গেলে আর বৃত্রে
কে করে রক্ষণ,
মূল ছিন্ন মহীরুহ ধরণী চুমিবে।

যম। শীঘ্রগতি কর দেব
আয়োজন তার,
এ যন্ত্রণা আর—
দেব শক্তি সহিতে নারিবে।

ইন্দ্র। দৈত্য ভয়ে—
দেবনারী পশু বেশে করে বিচরণ;
কর অন্বেষণ, অভিলাষ অবশ্য পুরিবে।

দেব। জয় সুরপতির জয়,
পুনঃ হবে দেবের উদ্ধার।

——:o:——

চতুর্থ দৃশ্য

তপোবন।

বিল্বমূল।

নন্দী ও জনৈক মুনিকুমার।

নন্দী। নে নে শিগ্‌গির শিগ্‌গির ঝুড়ি বোঝাই কর্। বুড়ী দেখ্‌তে পেলে আর নিস্তার থাক্‌বে না।

মুনিকুমার। কি বল্‌ছো নন্দী দাদা ?

নন্দী। আরে ছোঁড়া চট্‌পট্ নেনা। কি বল্‌ছি বুঝ্‌তে পারছিস্ নে ? এই দেখছিস্ নে মাটীর নুড়ীগুলো এই গুলো ঝুড়ি বোঝাই কর্।

কুমার। সে কি দাদা এ যে শিবলিঙ্গ !

নন্দী। আরে যা যা—ছোঁড়া ত ভারী ফচ্‌কে। নে ঝুড়ি পাত্ আমি কুড়িয়ে দিচ্ছি।

(নন্দীর শিবলিঙ্গ সংগ্রহ)।

কুমার। ওগো আমার বড় ভয় পাচ্ছে। মুনি শুন্‌লে আমায় কি বল্‌বে! তুমি কি দাদা নাস্তিক ? আমি জানতুম—

নন্দী। থাম্, তুই কি জান্‌তিস্ ? ফের চেঁচাবি'ত তোকে শুদ্ধ ঝুড়ি বোঝাই ক'র্‌বো। যত ব'লছি তাড়াতাড়ি নে ততই নেকামি হোচ্ছে।

কুমার। ওসব কোথায় নিয়ে যাবে ?

নন্দী। এই যে—বেশী দূর নয় এই সরস্বতীর ধারে। নে নে মাথায় তোল্।

(নন্দীর শিবলিঙ্গপূর্ণ ঝুড়ি বালকের মস্তকে স্থাপন)।

কুমার। ও দাদা এযে বড় ভারী।

নন্দী। তা হবে হবে এক একটা খেয়ে খেয়ে মুটিয়েছে কত। চ'চ তাড়াতাড়ি চ, বুড়ীর আস্‌বার সময় হোচ্ছে।

(জয়ার প্রবেশ)

জয়া। নন্দী—

নন্দী। এই সেরেছে, দৌড়—দৌড়—

জয়া। একি নন্দী! এ ঝুড়িতে কি?

নন্দী। যা'যা এখন জ্বালাতন করিস্‌নি। ভারী একটা কাজে যাচ্ছি।

জয়া। একি শিবমূর্ত্তির একি দশা!

নন্দী। বড় সুন্দর দশা জয়া। এখানে প'ড়ে রোদে পোড়ে, তার চেয়ে তোফা ঠাণ্ডায় থাক্‌বে।

জয়া। সেকি নন্দী আবার কি সর্ব্বনাশ কর্‌লি!

নন্দী। এই মাটীর নুড়িগুলো সব জলে ফেলে দোব।

জয়া। সেকি! কি সর্ব্বনাশ! অমন কথা মুখে আনিস্‌ নি। তুই তাঁর পরম ভক্ত।

নন্দী। ছিলুম বটে এখন ভুল শুধ্‌রে নিচ্ছি।

জয়া। কেন?

নন্দী। কেন আবার কি? দেবতাটার একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই, মান মর্য্যাদা জ্ঞান নেই! একটা আস্ত পাগল, তারে ভ'জে কি হবে? ওমা ডাক্‌তে ভর সয় না অম্‌নি এসে হাজির! জয়া, যারে ডাক্‌তে ভর সয়না তার আর নুড়ি পূজে কি হবে?

জয়া। ছিঃ অমন কথা মুখে আনিস্‌নি মহা পাপ হবে। বাবা আমার একবার ডাক্‌লে আর থাক্‌তে পারে না। নন্দী, এইবার বাবাকে বল্‌বো তোর যেন একটা সুমতি দেন।

নন্দী। নানা তোর দেবতার বর আমি চাইনে। আমার বর দেয় তার সাধ্য কি ? আমি তার চেয়ে কোন অংশে কম ?

জয়া। ওই দেখ্ মা আস্ছেন এইবার জব্দ হবি।

(শান্তির প্রবেশ)

মা নন্দী কি সর্ব্বনাশ ক'র্তে বসেছে দেখ।

নন্দী। (স্বগতঃ) ছোড়াটাকে বল্লুম একটু দৌড়ে চল্। সব মাটি ক'রলে।

শান্তি। কি বাবা নন্দী ?

নন্দী। কিছু না মা ! যখনই ডাকি তখনই আসে, একটু অভিমানও করে না আব্দারও করে না, তাই মা শিবের উপরে আমার রাগ হোয়ে গেছে।

শান্তি। সে কি বাবা ! ও কথা বল্তে নেই। তিনি ইষ্ট দেব।

কুমার। দাদা আমার ঘাড় ফেটে গেল। আমি আর পারবো না।

(বালকের শিবলিঙ্গ নন্দীর অঙ্গে ক্ষেপন)

নন্দী। কেরে, কেরে ভক্ত জাগালি আমারে ?
কেবা কহ শিব ইষ্ট দেব ?
কিবা ইষ্ট আছে মম ভবে,
কেবা শিব ইষ্ট হবে মম ?
আমি, আমি ব্যাপ্ত বিশাল ত্রিলোকে
আমি ভিন্ন কে ইষ্ট আমার ?
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
আমারই বিভুতি মাত্র একে ভিন্নাকার।

শান্তি। একি, একি নন্দী!
একি শুনি তত্ত্ব-কথা—
বদনে তোমার!

নন্দী। মম তত্ত্ব
আমা বিনে কে করে প্রচার?
সব একাকার,
সুষুপ্ত মায়ার কোলে,
ভিন্ন দেহে আমারি বিকাশ।
(সমাধি ভঙ্গে) মাগো
অকস্মাৎ কেবা যেন কহে শ্রুতি-মূলে
গুরু মম পতিত বিপাকে;
যাব যাব প্রকাশিব শকতি আমার,
হেন সাধ্য কার দধীচিরে করে অনাদর।

(প্রস্থান)

শান্তি। কেবা এ বিমুক্ত আত্মা,
অহং জ্ঞানে বিশ্ব ভাবে একাকার!
পবিত্র তাপস-পুরী
পদধুলি লভিল তাঁহার।

(প্রস্থান)

জয়া। নন্দীটে একটা মস্তবড় বুজ্‌রুগে, সে দিন আমারই চোখে ধাঁধা দিয়েছিল। তুমি দেখ্‌ছো বাবা আমার কোন দোষ নেই।

—:০:—

পঞ্চম দৃশ্য।

সরস্বতী-তীর।

শূন্যে ধ্যানমগ্ন, যোগাসনে কুম্ভক রত দধীচি।

(জনৈক দেব ও অলম্বুষার প্রবেশ)

দেব। এই সরস্বতী তীর, এই দধীচির তপস্যার স্থান।

অলম্বুষা। কই মুনি কোথায়?

দেব। ওই যে শূন্যে কুম্ভক-রত।

অলম্বুষা। এমন কঠোর তপস্বীকে আমি ভুলাতে পারবো!

দেব। অপ্সরাগণের শ্রেষ্ঠা তুমি, তোমায় দেখে দধীচি ছার স্বয়ং শিবেরও যোগ ভঙ্গ হয়। ঐ দেখ গা কাঁপছে, ক্রমশঃ নিচেয় নামছে, এইবার চক্ষু মেল্‌বে। ঠিক সুমুখে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, চোখ প'ড়লেই আর নিস্তার নেই। মুনির সংযম অবশ্য নষ্ট হবে; সেই অশুচি দেহ স্পর্শ ক'রতে পারলেই ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হবে। অলম্বুষা—খুব সাবধানে, তোমার উপরেই দেবের সমস্ত ভরসা।

(দেবের প্রস্থান)

অলম্বুষা। তপোভঙ্গ মহাপাপ,
অপ্সরার রূপরাশি
হেন পাপে সদা কলুষিত।

(দধীচির অবনমন ও চক্ষুরুন্মীলন)

দধীচি। কিবা সুখ স্মৃতি বিজড়িত
সুষুপ্তি সাগরে—

ডুবে ছিনু চিন্তায় তোমার।
হেন নিদ্রা ত্যজি
জাগরণে কে করে বাসনা ?

(অলম্বুষাকে দেখিয়া)

আহা কি সুন্দর রূপ !
অচঞ্চল লাবণ্য সাগর !
এত, এত রূপ আছে এ ভুবনে !
একি ! মুগ্ধ আমি !
কাম-বৃত্তি তাপস হৃদয়ে !
পদাশ্রিত জনে কি হেতু পরীক্ষা প্রভো ?
অশুচি অশুচি তনু,
মুনির সংযম কামে করে পরাজয়।

(নদীতে অবগাহনের জন্য উত্থান)

অলম্বুষা। এই উপযুক্ত সময়। মুনির অঙ্গ অশুচি, এইবার স্পর্শ ক'রতে পারলে দেবকার্য্য উদ্ধার হবে।

(অকস্মাৎ বিদ্যুৎঝলক ও নন্দীর প্রবেশ ও অলম্বুষার সন্মুখে উপবেশন)

একি ! চারিদিকে অন্ধকার। কিছুই ত দেখ্‌তে পারছিনে। কোথায় বা মুনি ! এ কেমন মায়া ! (নন্দীকে দেখিয়া) এই যে। এইবার স্পর্শ ক'রবো।

(স্পর্শ করণ)

(অকস্মাৎ সমস্ত অঙ্গ অঙ্গারে পরিণত

নন্দী। একি! কি ভয়ানক শাস্তি! স্পর্শ মাত্রে সমস্ত অঙ্গ ভস্মে পরিণত! বিন্দু বিন্দু ধীরে ধীরে বায়ু ভরে কোথায় মিশিয়ে যাচ্ছে, হায় হায় হতভাগিনী এই তোর পরিণাম! সব—সব উড়ে গেল।

(ক্রমশঃ ভস্ম স্তূপে পরিণত ও অধিকাংশ বায়ুতে মিশাইয়া গেল)

(দধীচির অবগাহনান্তে)

দধীচি। অবাক্ হোয়ে কি দেখ্‌ছো নন্দী ?

নন্দী। দেখ্‌ছি গুরু নামের শক্তি। আমি দৈবাদেশে গুরুর সাহায্যে এসেছিলেম। কিন্তু সামান্য শক্তি আমি, আমার চেষ্টায় গুরুর সাহায্য কি হবে তাই আপনার নাম ক'রে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু গুরু নামের কি অশ্চর্য্য মহিমা, আমায় স্পর্শ ক'রে হতভাগিনী ভস্মে পরিণতা।

দধীচি। ধন্য নন্দী। ধন্য তোমার গুরুভক্তি। আমার যোগ ভঙ্গের জন্য, আমার ব্রাহ্মণত্ব অপহরণের জন্য দেবাদেশে অলম্বুষার আগমন, কিন্তু নন্দী গুরুভক্তির মহিমা প্রকাশের জন্য মহেশ্বরের ইচ্ছায় অলম্বুষার এ দুর্গতি। ধন্য দধীচি, তোমার ন্যায় শিষ্য লাভে কৃত কৃতার্থ।

নন্দী। গুরো! নারী-হত্যা মহাপাপ হোতে কেমনে আমার উদ্ধার হবে ?

দধীচি। তুমি নিষ্পাপ, তুমি মুক্ত আত্মা তোমায় কখনও পাপ স্পর্শ সম্ভবে না।

নন্দী। শিব ভক্তের আশ্রমে এসে যদি অলম্বুষার অশিব লাভ হয় জগতে
তা হোলে শিব নামে কলঙ্ক হবে।

দধীচি। নন্দী, পরশে তোমার
রেণু রেণু করি—
দেহ তার মিশায়েছে প্রকৃতির কোলে;
ভস্মরাশি পদতলে তব।
দাও ফিরে দাও পঞ্চ শক্তি
পুনঃ পঞ্চভূত,
আন—আন প্রভঞ্জন—
রেণুকণা সংগ্রহি যতনে,
ভস্মস্তুপে পুনঃ বহ জীবন প্রবাহ।
এস জীব-আত্মা পুনঃ
পিঞ্জরে তোমার,
শিবের কিঙ্কর যুক্ত করে করে আবাহন।
উঠ উঠ সুর-বারাঙ্গনা
আর ঘুমায়োনা—
পরশি সলিল মম
পুনঃ লভ সৌন্দর্য্য তোমার।

(ভস্মস্তুপের মধ্য হইতে অলম্বুষার পুনরুৎপত্তি)

নন্দী। ধন্য ধন্য গুরো
তপস্যা প্রভাব!

অলম্বুষা। জয় জয় শিবের কিঙ্কর

বার বার প্রণতি চরণে তব ;
জয় ভবধব-প্রভাব-প্রবল
মঙ্গল-আলয় প্রভো তাপস প্রধান,
প্রাণ দান করুণায় করিয়াছ মোরে ,
ত্রিলোক মাঝারে, তব গাথা
দেব নরে সতত গাহিবে।
হীন মতি দেব-বারাঙ্গনা,
দেব বিলাসিনী
দেবাদেশে আমার ছলনা,
কর প্রভো কাতরে করুণা—
অপরাধ ক্ষম ক্ষমাধার।

দধীচি। দুঃখ ত্যজ সুর-বিলাসিনী,
দেবের কামিনী—
পদ পরশনে কৃতার্থ তাপস-পুরী।
ক্ষীণ শক্তি নর
অতিক্ষীণ যোগ-ক্ষেম তার,
কি সাধ্য তাহার বুঝিবারে দেবের ছলনা।
দেব শক্তি বিশ্বের নিদান,
সাধনায় কৃপাকণা দান
লভে নর যুগ যুগান্তর
হৃদে ধরি দেবের মুরতি।
দেব কৃপা বিনে
কেমনে হইবে নর ভবাম্বধি পার।

ফিরে যাও অমরার রাণী
আশীষিয়ে সন্তানে তোমার—
যুক্ত করে দধীচি করুণা মাগে,
সন্তানে কি হেতু ছলনা মাতা ?

অলম্বুষা। নিষ্কাম তাপস তুমি—
কামনায় করিয়াছ জয়,
ঐশ্বর্য্য ধরার লোষ্ট্র সম নয়নে তোমার।
হে তাপস বর
কিবা বর তোমারে করিব দান ?
যত কাল চন্দ্র সূর্য্য রবে
দেব নরে সতত গাহিবে
তব গাথা ত্রিলোক মাঝারে ;
তব নাম যে যেথা স্মরিবে
দেব মায়া কভু না পশিবে সেথা,
শুদ্ধ আত্মা, কাম-জয়ী হবে মম বরে।

(অন্তর্দ্ধান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

তপোবন।

দধীচি ও শান্তি।

দধীচি। অপার করুণা মাতঃ কিঙ্করে তাঁহার।

শান্তি। পবিত্র আশ্রম তব
মহাতীর্থ পূত নিকেতন—
লভিয়াছে শিব-পদ-ধুলি।

দধীচি। মাতা
হরষে ঝরিছে আঁখি বারি,
ত্রিপুরারি উদিল আমার পুরে!
ধন্য মাতা সাধনা তোমার,
মূরতি ভোলার—
নর-আঁখি নেহারিল তব!
কত যুগ কত যুগান্তর,
তেজঃপুঞ্জ কত যোগিবর,
ধ্যানে ধরি মূরতি যাহার
সাধনায় ভাবিয়া না পায়
নর আঁখি নেহারিল তায়!
কেমনে বুঝিব মাতা সাধনা তোমার?

শান্তি। বৎস,

হেন পুত্র গর্ভে জন্মে যার
সাধনা তাহার—
জন্মান্তরে অবশ্য আছিল।
তব যোগ তোমারি সাধনা
হবে মম ভবার্ণবতরী।
ভিক্ষা ঝুলি করে
তব দ্বারে—
ভিখারী আসিল ভোলা কিবা ভিক্ষা দিব!
জন্ম মৃত্যু দুর্গতি ধরার,
ভুঞ্জিবারে কর্ম্মফল
বার বার আসে জীব জরা মৃত্যু কোলে;
ছিঁড়িয়াছি ভবের বন্ধন
ভিক্ষা দিছি মম কর্ম্ম-ফল,
ভেলাসহ ভব-কর্ণধার—
অচিরে আসিবে বৎস
ভব-সিন্ধু-তীরে।

দধীচি। মাতা

ভিক্ষা দেছ ভিখারীরে,
ছিঁড়িয়াছ কর্ম্মের বন্ধন,
নিরঞ্জন পরামুক্তি তোমারে করিবে দান।
কেবা মাতা

কেবা পুত্র হেথা ?
কর্ম্ম তরে জীবের জনম,
কর্ম্ম বিনে মুক্তি না সম্ভবে।
নিষ্কাম কর্ম্মের তরে
ভবোপরে জীবের জনম,
মোহ-বদ্ধ-জীব—
পাসরিয়া তত্ত্ব আপনার,
কামনায় করে কর্ম্ম তার,
ফল ভোগে বার বার
দুঃখ পায় জননী জঠরে ;
ভোগ বিনা শত কল্পে না পাবে নিস্তার।
মাতা
হেন কর্ম্মফল—
ভিক্ষা দেছ ভোলানাথে,
সমাপ্ত তোমার মাতা জীব-অভিনয়।

শান্তি। তব বাক্য অবশ্য ফলিবে
পরা শান্তি পাবে শান্তি তোমা পুত্র তরে।

(সরস্বতীর প্রবেশ)

দধীচি। কেবা তুমি দেবী ?
কিবা প্রয়োজনে—
পদার্পণ তাপস-কুটীরে ?

সরস্বতী। মুনে
পরিচয় কিবা দিব আর,

সম্মুখে তোমার বেদমাতা বাক্য-অধিশ্বরী।
পুত্র ক্রোড়ে করি—
আসিয়াছে তব দরশনে;
ধর মুনে সন্তান তোমার
অবসান কর্ত্তব্য আমার।

দধীচি। কার পুত্র—
কারে দান কর সরস্বতী?
একি লীলা বাগীশ্বরী
করুণায় কহ সবিস্তার!

সরস্বতী। স্মর মুনে অপ্সরার যোগ-ভঙ্গ কথা,
মম নীরে অবগাহি যবে—
পূত তনু তাপস তোমার,
অশুচির ভার মম গর্ভে হইল প্রচার,
ধরিলাম তেজঃপুঞ্জ তব।
হে তাপস
কালে পুত্র জনমে তোমার,
সারস্বত নাম, দিছি আমি আদরে তাহারে
মম বরে কীর্ত্তি তার—
ধরণী ছাইবে।

শান্তি। দাও মাতা—
বংশধরে দাও মম কোলে, (পুত্র গ্রহণ)
যতনে রাখিব তারে;

সন্তানের তরে—
কোন চিন্তা না কর জননী।

সরস্বতী। আসি তবে
দাও মা বিদায়,
সারস্বতে রাখিও যতনে ;
মাঝে মাঝে আসিব আবার
চুমিবারে বদন তাহার।

(সন্তানের মুখচুম্বন ও প্রস্থান)

শান্তি। বৎস
আনন্দে হইবে পূর্ণ আশ্রম তোমার ;
হেন বংশধর পুণ্য বলে জনমিল তব।

দধীচি। মাগো
মায়ার বন্ধন করি ক্রমে দৃঢ়তর,
জন্মে পুত্র,—
বাঁধিতে সংসারী জনে সংসার-নিগড়ে ;
কেমনে বুঝিব মাতা দেবের ছলনা ?
ইচ্ছাময়, ইচ্ছায় তাঁহার—
নিয়ন্ত্রিত বিশ্বের বিধান।
করুণা নিদান, কৃপা-কণা সম্বল জীবের।
মাতা
তপস্যার এবে কালাগত,
চলিলাম আশ্রম ত্যজিয়ে

সারস্বতে সাবধানে করিও রক্ষণ।

(প্রস্থান)

(জয়ার প্রবেশ)

জয়া। এ কার ছেলে মা? বা—বড় সুন্দর ছেলেটী।

শান্তি। এটী কুড়িয়ে পেইছি জয়া। নদী গর্ভে জন্মে ছিল।
একে মানুষ ক'রতে পার্‌বি?

জয়া। কেন পারবোনা মা? খুব পারবো। আমি একে কোল্ থেকে
একেবারে নামাবোনা।

শান্তি। জয়া, তুই একটা পাগ্‌লী। ছেলে পেয়ে এত আহ্লাদ!
আয় জয়া, আজ্ ভাল ক'রে শিবের পূজো দিতে হবে।

(প্রস্থান)

——:০:——

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তপোবনের প্রান্ত।

পশুবেশে শচী ও দেবীগণ

দেবী। কি যাতনা সুরেশ্বরী
সহি সবে মরত-নিবাসে,
ঘন শ্বাসে সদা লভি মরণ যন্ত্রণা।

২য়। কি হবে অমরা-রাণী?
কতকাল দেবনারী—

অমরার সুখৈশ্বর্য্য স্মরি
দুঃখ পাবে মরম-দাহনে ?

শচী। দুঃখ পাও দেবের ললনা
ক্ষণস্থায়ী মরত-নিবাসে,
দীর্ঘশ্বাসে পুরিছ কাননপুরী;
হেন জ্বালা মরত নিবাসী
হেথা বসি—
নীরবে সহিয়া যায় যুগ যুগান্তর।
আঁখি ধারা ঢালে তারা—
মরমে মরমে,
ভুলেও চাহেনা দেবে মরতের পানে ;

দেবী। দেবী—
এত শাস্তি বিধাতা লিখিল ভালে !
দৈত্য ভয়ে দেব নারী—
পশু বেশ ধরি
বনে বনে করে বিচরণ,
সেথা দেবগণ
প্রলয় বারিধি নীরে—
ডুবি রহে, অঙ্গ দহে প্রচণ্ড অনলে।

শচী। দুঃখ নাহি কর দেবনারী,
স্বার্থে নহে বিশ্বের বিধান,
স্বার্থ-চিন্তা দেবেরে সাজেনা

দেবের ললনা,
জাননা জাননা
বৃত্র বিনা অমরার যোগ্য অধিকারী—
ত্রিভুবনে আর না হেরিনু।
দৈত্যকুলে জনম লভিল,
ধর্ম্ম বলে দেবে বিদূরিল,
কীর্ত্তি তার ছাইল অবনী।

দেবী। বাহিরে গাছের আড়ালে কি শব্দ হোচ্ছে। সদাই দৈত্যের ভয়, সকলেই নিজের আবরণে লুকিয়ে পড়।

(দেবীগণ লুক্কায়িতা হইলেন)

(জন কয়েক দৈত্যের প্রবেশ)

দৈত্য। একি সব মায়া! আমি বেশ শুনেছি মানুষে কথা কচ্ছিলো।

২য়। আমি গাছের আড়ালে থেকে ঠিক দেখতে পেয়েছি।

দৈত্য। ওরে সব পালালো ধর্ ধর্। পশুই হোক্ আর মানুষই হোক্ ধ'রেত ফেলি। (দৈত্যগণের ধাবন)

(দেবীগণের স্বমূর্ত্তি ধারণ)

শচী। সাবধান, পুনঃ কর নারী'পরে অত্যাচার!

২য়। আরে রেখে দাও ধর্ম্মের কাহিনী, স্বর্গে আর এ সংবাদ যাচ্ছে না। খোলস গুলো আগে পুড়িয়ে দে।

দেবীগণ। রক্ষা কর রক্ষা কর কে আছ কোথায়।

(দধীচির প্রবেশ)

দধীচি। ভয় নাই ভয় নাই,
রক্ষা পাবে দধীচি হেথায়।
একি!
দস্যু তোরা নারী'পরে কর অত্যাচার!

দৈত্যগণ। ওরে বাবারে সাক্ষাৎ যম, বৃত্রের গুরু, একেবারে ঝাড়ে মূলে নষ্ট ক'রবে।

দধীচি। কেরে তোরা বৃত্র সহচর!

দৈত্য। হাঁ বাবা আমরা বুঝ্‌তে পারিনি।

দধীচি। দূর হও।　　　　(দৈত্যগণের প্রস্থান)
কে জননী
হেন বেশে বনে বনে কর বিচরণ?
দানি পরিচয়
কৃতার্থ করহ মাতা সন্তানে তোমার।

শচী। তপোধন,
পরিচয়ে দেব নারী স্বর্গ নিবাসিনী,
দেব বিলাসিনী, দৈত্য ভয়ে—
পশু বেশে বনে বনে করে বিচরণ।
পূত হেরি তব তপোবন,
নির্ব্বিঘ্নে করিল বাস দেবের কামিনী।

দধীচি। মাতা
ক্রমে বাড়ে অন্তরে বিস্ময়,
দৈত্য ভয়ে দেব নারী

হীন বেশে মরতে বিরাজে !
কহ মাতা
কোন্ ভক্ত কোন্ ফুলে পূজিয়া দেবেরে
মাগি নিল স্বর্গ অধিকার ?

শচী। হে তাপস বর,
প্রভাবে তোমার
বৃত্র লভি শঙ্করের বর,
বিদূরিল দেবে রসাতলে ;
দৈত্য ভোগ্যা এবে সুরপুরী।
ধন্য তপোধন
ধন্য তব শক্তির বিকাশ,
হেন শিষ্য যোগ-শক্তি লভিল তোমার।

দধীচি। মাতা
সন্তানের শত অপরাধ
ক্ষমা যোগ্য মাতৃ সন্নিধানে,
বৃত্র তরে সহ মাতা হেন অপমান !
দেব শক্তি ধরি—
বৃত্র করে দেবে অনাদর !
হরিতে ধরার ভার জনম যাহার
ধরম অশ্রয়ে মাতা হেন শক্তি যার,
অত্যাচার মূল-মন্ত্র তার !

(বৃত্রের প্রবেশ ও দধীচির পদধারণ)

বৃত্র। গুরো
দাও শাস্তি উপযুক্ত তার,
ভস্ম হোক বৃত্র দেহ—
গুরু-কোপানলে।

শচী। মিথ্যা, মিথ্যা বাণী
বৃত্র নহে কভু অত্যাচারী ;
ধরম-মূরতি ধরি—
উদিল অমরপুরে ঘুচাইতে দেব অহঙ্কার ;
সাধ্য কার হেন জনে করে অনাদর।
হে তাপস,
কোপ ত্যজ
শান্ত কর সন্তানে তোমার।

দধীচি। উঠ বৎস
অপরাধ না স্পর্শে তোমারে
দেব বরে—
সর্ব্বজয়ী তোমার প্রভাব।

বৃত্র। গুরু বলে
বৃত্রের প্রভাব,
গুরু ধ্যানে
দেবগণে করি পরাভব।
দুঃখ পায় সন্তান তোমার,
আমা হোতে অত্যাচার
ত্রিভুবনে হইল প্রচার।

দধীচি। বৎস,

বুঝিয়াছি মহিমা তোমার,

হীন দৈত্যে তব নামে করে অত্যাচার ;

অভিমান কর পরিহার

তুষ্ট আমি বিনয় বচনে।

কিন্তু বাপ্

শুন শুন গুরুর আদেশ,

মহেশ নিদেশে—

তব করে দেব সহে হেন অপমান ;

নহে কিবা সাধ্য জীবে

দেবে করে পরাভব ?

স্বর্গ চ্যুতা দেবের কামিনী,

অমরার রাণী—

তব তরে মরতে যাতনা পায়।

ধরি পায়

রাখ সবে ত্রিদিব-মন্দিরে,

ভক্তি ভরে পূজা কর সতত চরণ ;

নিরঞ্জন তুষ্ট রবে সতত তোমারে।

বৃত্র। যথা আজ্ঞা গুরু দেব।

দধীচি। এস মাতা দয়া করে—

তাপস কুটিরে,

পবিত্র আশ্রম তব পদ পরশনে।

শচী।　ধন্য তপোধন,
ধন্য বৃত্রাসুর,
নর হেরি দেবে লজ্জা পায় ;
চণ্ড মুনি
কল্প কল্প রহিব ধরায়,
অমরার সুখ স্মৃতি—
এ মরতে মানে পরাজয়।

———:o:———

তৃতীয় দৃশ্য।

তপোবন।

পুত্র ক্রোড়ে শান্তি ও নন্দী।

নন্দী।　নির্ব্বিঘ্নে করহ মাতা নিদ্রা আবাহন ;
সন্তান রহিল দ্বারে
চিন্তা কি কারণে ?

শান্তি।　নিশ্চিন্তে রহিব নন্দী !
চিন্তা বুঝি অবসান প্রায়,
বেলা যায়, রবি বুঝি ডুবিবে অচিরে।
নন্দী
কেবা যেন শ্রুতি-মূলে সতত জানায়
এ ধরায় আর বহিবে না জীবন-প্রবাহ।

কত দেশ কত দেশান্তর,
কত উচ্চ ভূধর-শিখর,
পশি ঘোর অন্ধকারে
গভীর গহ্বরে,
আসিয়াছে স্রোতস্বিনী সাগর-সঙ্গমে ;
পথশ্রমে ক্লান্ত দেহ-ভার
রত্নাকরে আবেশে মিশিতে চায়।

নন্দী। মাতা,
বৃথা চিন্তা কর পরিহার ;
অঙ্কে তব বংশের দুলাল
আদরে পালহ তারে বংশের রক্ষণে।

শান্তি। ওই—ওই পুনঃ
অন্তর জাগায় !
শ্রুতি না পরশ করে
প্রাণে প্রাণে বুঝি কথা কয় !

নন্দী। কেন মা উতলা এত ?
নিদ্রা যাও গভীরা রজনী।

শান্তি। গভীর গভীর রজনী শুনি,
পুনঃ বাণী কহে নন্দী
গভীর গভীর রজনী,
দিনমনি বহুক্ষণ গিয়াছে ডুবিয়ে ;
ভেলা নিয়ে কে বুঝি দাঁড়ায়ে,

দূরদেশে যাবে কোথা ল'য়ে।
দুস্তর পাথার
সব একাকার
ডাকে নেয়ে বিলম্ব না সয়,
ওই বুঝি যায়—
দাঁড়াও দাঁড়াও
যাত্রী আমি জীবের সঙ্গমে।

(প্রস্থান)

নন্দী। অদ্ভুত তোমার লীলা
হেন খেলা নিত্য লীলাময়।

(একজন বৃদ্ধের প্রবেশ)

এ বুড়োটা আবার দুপোর রাত্রে এখানে কেন ?

বৃদ্ধ। কেগা বাছা তুমি এখানে দাঁড়ায়ে ?

নন্দী। তুমি কেগা বাছা লাঠি ধ'রে রাত দুপুরে ?

বৃদ্ধ। আর বাবা কত কেলে বুড়ো, দিন রাত কিছুই আর ঠাওর ক'রতে পারিনে। হ্যাঁ বাবা এইটে কি দধীচি মুনির আশ্রম ?

নন্দী। কেন সন্দেহ হয় নাকি ?

বৃদ্ধ। না বাবা ঠাওর পাইনে। আমায় একটু পথটা ছেড়ে দাও বাবা, আমি একবার মুনির মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রবো।

নন্দী। যাও যাও রাত দুপোরে এখন দেখা ক'রবো।

বৃদ্ধ। না বাবা তিনি আমায় এই মাত্র ডেকে পাঠিয়েছেন, বড়— জরুরী কাজ।

নন্দী। কাজটা কি শুনিই না।

বৃদ্ধ। আমরা সব তীর্থে যাচ্ছি কিনা, তিনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন বলে ডেকে পাঠিয়েছেন। ডাকের উপর ডাক, তাই বাবা ছুটে এসেছি।

নন্দী। তুমি নিজেই একটা বুড়ো খুন, ন'ড়তে পারোনা, তুমি আবার আর একজনকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থে যাবে?

বৃদ্ধ। হ্যাঁ বাবা আমি সদাই যাতায়াত করি ব'লে পথ ঘাট আমার সব খুব জানা আছে। সবাই সঙ্গে যেতে চায়, আমায় পেলে আর কা'রও সঙ্গ চায়না, আবার না নিয়ে গেলে কাঁদে।

নন্দী। ওঃ—কি জবর সেথো। আমায় নিয়ে যাবে?

বৃদ্ধ। এবার আর পারবোনা, তরীতে আর ধর্‌বে না। আস্‌ছে বারে তোমায় নিয়ে যাবো। এখন আমায় পথ দাও বাপ্—আমায় আবার কতলোকে ডেকেছে, আমার ত দেরী করবার উপায় নেই বাপ্।

নন্দী। বুড়োর কথাগুলো বড় মিষ্টি। কিন্তু বাবা তা হোচ্ছেনা, পথ ছাড়ছিনে—হুকুম নেই।

বৃদ্ধ। ছাড় বাবা, আরত দেরী ক'রতে পারছিনে।

নন্দী। না পার যাওনা কেন? কে তোমায় দাঁড়াতে ব'লছে।

বৃদ্ধ। তাহোলে ত তাঁর তীর্থে যাওয়া হবে না।

নন্দী। না—এমন সেথো না হ'লে কি আর তীর্থে যাওয়া হয়। ও বুড়ো, দধীচির মার যদি তীর্থের দরকার হয়, কষ্ট ক'রে যেতে হবে না।

বৃদ্ধ। তবে !

নন্দী। হুকুম ক'রলে, যে তীর্থ তৈরী করে সেই কর্ম্মকার মাথায় ক'রে শত তীর্থ এখানে রেখে যাবে।

বৃদ্ধ। সে কি বাবা ! আমিত কিছু বুঝ্‌তে পারছিনে।

নন্দী। বুঝ্‌তে পারছোনা ? বুড়ো হোয়েছোত আর বুঝ্‌বে কি ? তবুত সেথো হওয়ার সাধটুকু গেল না।

বৃদ্ধ। কি বাবা তীর্থ এখানে আস্‌বে ! সত্যি সত্যি বল্‌ছো ?

নন্দী। বল কোন্ তীর্থ তোমার চাই।

বৃদ্ধ। জাহ্নবী, জাহ্নবীই আমার সর্ব্ব তীর্থের সারভূতা। আমায় জাহ্নবী নীরে অবগাহন করাতে পার বাপ্ ?

নন্দী। ওঃ— বুড়োর দেখ্‌ছি সংস্কৃত জ্ঞানও আছে। ব'স বৃদ্ধ, জাহ্নবী নীরে অবগাহন ক'রে শিব নামের অদ্ভুত ক্ষমতা লক্ষ্য কর। শিব শিব শিব, ভোলানাথ, বৃদ্ধের তীর্থ-পিপাসা নিবৃত্ত কর, মা জাহ্নবী ধূর্জটি-জটা-জাল ছিন্ন ক'রে বৃদ্ধের অঙ্গে শত ধারায় পতিতা হও।

(বৃদ্ধের শিব মূর্ত্তি ধারণ ও জটাজুট
হইতে জাহ্নবীর অঙ্গে পতন)

শিব। স্বচক্ষে হেরিনু বৎস প্রভাব তোমার ;
সর্ব্ব তীর্থ একাধারে—
দধীচি-আশ্রমে।
হের হের জটাজুটে জাহ্নবীর ধারা
শত ধারে ঝর ঝর ঝরে,

পূত দেহ সলিল পরশে ;
ডুবিলে মহেশে
বর নেরে কিবা চাহ ভবে।

নন্দী। একি প্রভো,
একি লীলা খেলা !
কেন ভোলা কিঙ্করে ভুলাতে চাও।
কোথা যাও
কোন্ তীর্থ দেখিতে বাসনা প্রাণে ?
ফেলনা নন্দনে
সঙ্গে লও তীর্থ দরশনে ;
তোমা বিনে সঙ্গী কোথা পাব।

শঙ্কর। অনন্ত এ তীর্থ বৎস,
অনন্ত জলধি যেথা—
অনন্তে মিশায়ে যায় দূর অন্ত-হীনে ;
অনন্ত যাত্রীর মেলা,
অনন্ত আমার ভেলা,
অনন্ত অনন্ত কাল জীবে করি পার।
সর্ব্ব তীর্থ সার
ভবাম্বুধি পার,
মম অধিকার জীবেরে লইতে সেথা।
জীবনের সন্ধ্যা বেলা
মম ভেলা—
আসিবে লইতে পারে।

শান্তি তীর্থে যাবে
প্রাণে প্রাণে ডাকিয়াছে মোরে,
ঋণ-ডোরে বাঁধা আমি তার;
আমি বিনে আর—
দুস্তর পাথার কেবা পার করিবে জীবেরে ?

নন্দী। আমি যাব, আমি যাব—
ছাড়িবনা আর,
বার বার ছলনা ক'রনা প্রভো।
পূর্ণ তব ভেলা,
স্থান নাই, লবে না আমারে,
হীন ব'লে চরণে ঠেলিতে চাও ?
যাও ভোলা
ভেলা বাহি পূত সঙ্গী সনে
আমি যাচিব না বিন্দুমাত্র স্থান,
করুণা নিদান, আর না সাধিব তোমা।
তব নাম লব,
শিব শিব শিব
বদনে গাহিব—
অনন্ত বারিধি বারি
সুখে সাঁতারিব;
যাব যাব প্রভো—
মানা না মানিব,
প্রচারিব ভুবন মাঝারে—

নামে জীব কররে সম্বল,
নাম বল ভোলারে করিল জয়।

শঙ্কর। আরে আরে অভিমানী
অশান্ত সন্তান,
মানা না মানিতে চাও
নাম বলে জলধি সাঁতারি যাবি?
কেঁদনা কেঁদনা বাপ্
আবার আসিব ফিরে,
তোর তরে ভেলা ত চাহি না,
ভোলা শিরে ধ'রে ভবার্ণব করিবেরে তোরে পার।
সন্তান আমার—
ধর মম সান্তনা বচন,
জীব লীলা শেষে—
মম পাশে রহিবি কৈলাসে।
পথ দাও, যাব শান্তি পাশে,
মম আশে রয়েছে তাপস মাতা।

——:০:——

চতুর্থ দৃশ্য

অন্ধকারময় পর্ব্বত গুহার অভ্যন্তরে
লুক্কায়িত দেবগণ। গুহামধ্যে সলিল প্রবাহ।
দেবগণের অর্দ্ধ অঙ্গ সলিলে নিমজ্জিত।

ইন্দ্র। অসহ্য এ অত্যাচার।
দেব নারী, দৈত্যে করে অপমান!

বরুণ। পুনঃ চল—
সবে মিলি করিব সমর,
দৈত্য গর্ব্ব অবশ্য টুটিব।

যম। ক্ষান্ত হও বারিধির পতি,
রণ কথা আর না আনিও মুখে,
আছি সুখে পর্ব্বত গুহায়
অর্দ্ধ অঙ্গ সলিলে ডুবায়ে,
পুনঃ পরাজয়ে—
প্রলয় বারিধি-নীরে ডুবাবে সকলে।

ইন্দ্র। কিবা দুঃখ লভ হেথা দেবের মণ্ডলী ?
দেবের ললনা—
পশু বেশে বনে বনে ফেরে,
দৈত্য করে শত শত সহে অত্যাচার।

বরুণ। সুরপতে
কর প্রতিকার,
আর কত স'বে অপমান ?

ইন্দ্র। অপমানে আনত বদন
দেবগণ নীরবে সহিয়া যাও হেন অপমান ;
দেব বালা—
কত জ্বালা সতত মরতে পায় ;
ফিরিয়া না চাও
সুখ পাও আঁধারে গহ্বর বাসে;

বরুণ। বল বল সুরপতি
কি দশায় দেবনারী—
কোথা কোথা ফেরে,
কেবা তারে করিছে রক্ষণ ?

ইন্দ্র। নিরাশ্রয় নিঃসহায় দেবের রমণী
রজনী আঁধারে ফেরে দূর বন মাঝে,
বড় বাজে নেহারি নয়নে।
অমরার পূর্ণ অধিকার
দৈত্য করে এবে নিপতিত ;
নিয়ন্ত্রিত দেব-ভাগ্য
দৈত্যের নিদেশে।

(দেব দূতের প্রবেশ)

কহ কহ মর্ত্তের বারতা,
কোথা, কার অধিকারে বাস করে দেবের রমণী ?

দূত। কি বারতা দিব সুরপতি,
স্মরিলে সে কথা সন্তাপে হৃদয় জ্বলে।

দেবগণ। বল বল কত জ্বালা—
সহিছে দেবের বালা ?

দূত। অসহ্য অসহ্য জ্বালা
দুঃখ পাই সে স্মৃতি উদিলে।
শুন শুন দেবের মণ্ডলী,
দৈত্য অত্যাচারে—
দধীচির তপোবনে

দেবনারী পশু বেশে আছিল লুকায়ে,
মুনি তাহে সাধিল বিবাদ
বন্দী করি ল'য়ে গেল আশ্রমে তাহার !
বৃত্রে আনি—
শাস্তি তরে করিল অর্পণ
আথর্ব্বণ দেব সনে শত্রুতা সাধিল !

ইন্দ্র। সাজ সাজ দেবের মণ্ডলী
পুনঃ কর রণ আয়োজন,
স্বর্গের তোরণ এক কালে কর আক্রমণ।
দেবনারী দৈত্য করে সবে অপমান !
সুধাপানে অমরত্ব দেবে
প্রাণ নাহি যাবে
হয় হবে দেবে পুনঃ-কোপ বিধাতার।
সহিব না আর
মানিব না নিগড় বন্ধন,
কর কর আয়োজন
আথর্ব্বণ দেবে করে অপমান !
যে যেথা দেবতা থাক সুষুপ্তি তেয়াগি—
শীঘ্র যাও সবে তপোবনে,
অগ্নি দাও কুটীরে তাহার
ভস্ম কর—ভস্ম কর দধীচি আশ্রম।
চিহ্ন মাত্র তার—
আর না রাখিবে ভবে ;

জীবে শিক্ষা পাবে,
দেব অপমানে দেব করে
হেন শাস্তি লভিল দধীচি।

সকলে। জয় সুরপতি জয়,
ভস্ম কর দধীচি-আশ্রম।

পঞ্চম দৃশ্য

তপোবন-প্রান্ত।

বৃত্র ও শচী।

বৃত্র। দেবী
গুরু আজ্ঞা করিতে পালন
রাখিব তোমারে ল'য়ে ত্রিদিব মন্দিরে,
ভক্তি ভরে পূজিব চরণ—
অমরার সুখৈশ্বর্য্য
শত গুণে হবে সুখকর।

শচী। তোমারে না সাজে
বৃত্র হেন অনুরোধ,
সুখৈশ্বর্য্য অমরার—
দেব ভোগ্য নহে আর,
অধিকার তোমাতে অর্পিত;

বৃত্র। কার অধিকার
কারে দেবী করিছ অর্পণ ?
দেব ভোগ্যা সতত অমরা
অসুরের নহে যোগ্য ভূমি।
নিদেশে ধাতার
দেব অধিকার—
দৈত্য করে এবে সমর্পিত,
ভাণ্ড মাত্র করতলে তার
সুধা অধিকার দেব বিনা
দানবে কেমনে পাবে ?

শচী। দুঃখ ত্যজ অমরার পতি
তোমা সম কেবা ভাগ্যবান ?
সুধা পানে অমরত্ব দেবে
জরা মৃত্যু নাহি অধিকার,
ত্রিলোকের ভার—
দেব করে অর্পিলেন ধাতা ;
কর্ম্ম তরে দেবের জনম
যুগ যুগান্তর
কর্ম্মভার অক্ষুণ্ণ রহিবে তার।
হে অসুর বর
বিশ্বেশ্বর কর্ম্ম ক্ষয়ে
পরামুক্তি তোমারে করিবে দান,
বিশ্বের বিধান—

তখনও বহিতে হবে
দেবে নতশিরে।

বৃত্র। তার দেবী গুরু কোপানলে,
মরতে রহিলে
গুরু আজ্ঞা অপূর্ণ রহিবে—
কে রক্ষিবে হেন দায় ত্রিদশের রাণী ?

শচী। পাপ বিনা
গুরু শাপ কভু না সম্ভবে,
নিষ্পাপ নির্ম্মল আত্মা
তুমি শক্তি ধর
অভিশাপ কেমনে পরশে তোমা।
অভিমান না কর ধীমান
দেবে সহে কত অপমান
নিমজ্জিত সদা রহে প্রলয় বারিধি-নীরে,
ঘন বহে সদা দীর্ঘশ্বাস ;
দেব রহে রসাতল পুরী
দেবনারী
অমরার সুখৈশ্বর্য্য কেমনে ভুঞ্জিবে ?
ফিরে যাও
অমরা তোমারে চায়
দুখ পায় না হেরি তোমারে,
আমি যাব ভেটিতে অমরে।

(নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী। যাই বল তাই বল কয়লা হাজার ধোও, ময়লা কিছুতেই ছাড়বে না। ও যে অসুর বংশ, ও নামটাই খারাপ।

শচী। কেন নন্দী অসুরের কর নিন্দাবাদ ?

নন্দী নিন্দে ক'রবোনা! অসুরে সর্ব্বনাশ ক'রলে। ওদের জন্যে শিব বেচারার একটু আয়েস ক'রে ভাং খাওয়ারও সময় নেই।

বৃত্র। ধর্ম্মাশ্রিত দৈত্য নন্দী
ধর্ম্মবলে অসুর প্রভাব।

নন্দী। রেখে দাও তোমার ধর্ম্ম। অসুরের আবার ধর্ম্ম। নিতান্ত গুরুর চেলা ব'লে মেনে চলি। নইলে দেবতা গুলোর এমন দশা ক'রতে পারে ?

বৃত্র। কারে নন্দী কর অপরাধী ?
আদেশে ভোলার—
দেবতার রসাতলে বাস।

নন্দী। তা হওয়ার অশ্চর্য্য কি ? তোমরা বোধ হয় পূজার সময় ছাইয়ের মাত্রাটা কিছু বাড়িয়ে দিয়েছিলে। দেবতা গুলোর দেশে ভালো ভালো জিনিষই পাওয়া যায় ছাই ত মেলে না।

শচী। কে তুমি মহাত্মা হেথা
দধীচির পুণ্য তপোবনে!
মুক্ত আত্মা বিনে—
ত্রিভুবনে কার বাণী হেন সুধা ধরে ?

নন্দী। সে কি ? এতেই অম্‌নি সুধা ঝ'রলো ? সুধার কথাটা এখনও ভুলতে পারনি ?

বৃত্র। নন্দী
শিব হ'তে
শিব ভক্ত মহাশক্তি ধরে
নামে করে শিবে পরাজয়,
হেন নামে সতত বিভোর তুমি।
সত্য নন্দী
হীন কর্ম্মা অসুরের দল,
ধর্ম্ম বল কেমনে সম্ভব তায়—
বল ভাই কোন পথে কি বিশ্বাসে লভিব তাহায় ?

নন্দী। পথ কোথা ?
বিশ্বাসের কিবা প্রয়োজন ?
কার লাভে অন্তরে বাসনা ?
জাননা জাননা
আমি—আমি বিনা
অন্য কিছু নাহি ত্রিভুবনে।
আমারই শকতি ধরি
আমি করি মম পরাজয়,
আমি পুনঃ ডুবে থাকি বারিধি-সলিলে,
আমি না তারিলে—
কে আমারে করিবে উদ্ধার ?

শচী। দেখ বৃত্র
মহাজ্ঞানে সব একাকার।

নন্দী। এক আমি সার

লীলায় আমার—
বার বার ভিন্ন ভাবে আমার বিকাশ ;
আমি স্বর্গ তেয়াগিয়া
মরতে করিনু বাস
রসাতলে রহিনু ডুবিয়ে,
কেবা বৃত্র
আমা হ'তে ভাব ভিন্নাকার
কর অহঙ্কার
আমারে দানিতে চাও স্বর্গ অধিকার ?

বৃত্র। অজ্ঞান তিমির ঘোরে
ডুবে রহে শকতি তোমার,
তুমি বিনে আর
কে উদ্ধার করিবে তাহারে ?
তুমি সৃজিয়াছ অহঙ্কার
লীলায় তোমার—
তোমারে আশ্রয় তার,
অহঙ্কার ভেদজ্ঞানে তোমারে পৃথক্ করে।
ক্ষম প্রভো
বুঝিয়াছি মহিমা তোমার,
কেবা আমি
কি সাধ্য আমার—
তোমারে করিব দান স্বর্গ অধিকার ?
দেবী

মহা শক্তিময়ী তুমি
লীলা খেলা সকলি তোমার,
অজ্ঞান আঁধার
তোমারে বুঝিতে নারি ;
যাও—যাও দেবী
দেব সন্নিধানে,
লীলা সাঙ্গ যবে
আমারে করিও ত্রাণ
এ বিষম ভার রাখিও না শিরসে আমার।

(প্রস্থান)

নন্দী। কি গো দেবী বেচারাটীকে তাড়িয়ে তবে ছাড়লে ? তোমারি ভাল ক'রতে এসেছিল।

শচী। সে কি কথা নন্দী ! তুমিই ত তাড়ালে !

নন্দী। হ্যাঁ গো হ্যাঁ ওসব আমি বুঝি। চল চল এখন দেবতাদের কাছে যাবে।

শচী। একা কি ক'রে যাবো ?

নন্দী। চল ত দেখা যাক্ সঙ্গী কি আর মিলবে না ? রাস্তাটা কিন্তু বড়ই বিদ্‌ঘুটে। তাই না একটা ভাল জায়গা বেছে নে।

——:০:——

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দধীচির আশ্রম।

চতুর্দ্দিকে দেব প্রদত্ত অগ্নিতে দহ্যমান তপোবন।

অগ্নি মধ্যে ধ্যান-মগ্না শান্তি।

শান্তি। প্রভো
স্থান দাও
করুণায় করহ উদ্ধার,
দেহ ভার কর উন্মোচন,
নিরঞ্জন শান্তি দাও শান্তি দাও জীবে।
ধু ধু জ্বলে—
অনলে ইন্ধন
পঞ্চজন পঞ্চভূতে যেতেছে মিশায়ে,
অঙ্গার আসিয়ে
ক্রমে করে দেহেরে আশ্রয়;
বিলম্ব নাহি ত আর
ডাকিতে পাব না আর
বাক্‌শক্তি অচিরে রোধিবে
দৃষ্টি নষ্ট হবে
কেমনে দেখিব ভোলা সেরূপ মোহন ?
শান্তি দাও শান্তি দাও
শান্তির জীবন।

(পুত্র ক্রোড়ে অম্বার প্রবেশ)

জয়া। একি ভয়ানক আগুন! কোন দিকে যাওয়ার উপায় নেই! কি হবে কি ক'রে সারস্বতকে বাঁচাব! এই যে মা এখানে। একি মা তুমি যে নিশ্চিন্ত! কি হবে মা? কি ক'রে রক্ষা ক'রবো?

শান্তি। কে কারে রাখিতে চাও
কিবা দাও আমারে জানাও?
কেবা পুত্র
কার তরে এত মনস্তাপ?
আমি ত চিনি না তোরে
আমি ত দেখিনি তোরে
আমি নিত্য হেথা রয়েছি বসিয়ে,
পারে যাব ব'লে—
উচ্চ কণ্ঠে ডাকিতেছি নেয়ে
কেরে তুমি আমারে ভুলাতে চাও?

জয়া। ওই এলো—ওই এলো—রাক্ষসের মত শিখা গুলো ছুটে আস্ছে, সব ধ'রে উঠ্‌লো! এত ডাক্‌লুম্ মা তবু শুন্‌তে পেলি না? চারিদিকে আগুন কি ক'রে উদ্ধার পাবো?

শান্তি। উদ্ধারের আর কি ভাবনা?
ওই আসে ভেলা
পারে যাবে যদি—
আয় ছুটে,
তরণী ছাড়িয়ে যায়,

সঙ্গে আয়,
বিলম্বে রহিবি প'ড়ে।

(শান্তির সমস্ত অঙ্গ অগ্নিতে দগ্ধ হইল।)

জয়া। একি মা সমস্ত দগ্ধ হ'য়ে গেল! ভস্ম, ভস্মস্তূপে পরিণত! আমারও সর্ব্বাঙ্গে অগ্নি। অগ্নি, আমায় ভস্ম কর কিন্তু বালককে বাঁচাও। কে আছ বালককে উদ্ধার কর।

(জয়ার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মসাৎ)

সারস্বত। মা—মা আমার গায়ে এগুলো কি? আমার যে বড় জ্বালা ক'রছে। ওমা ওমা আমায় নিয়ে পা'লিয়ে যা মা।

(বালকের সর্ব্বাঙ্গ ভস্মসাৎ)

(ভস্মীভূত দেহগুলি পূর্ব্বাবস্থায় দণ্ডায়মান)

(দধীচির প্রবেশ)

দধীচি। একি একি প্রভো
একি লীলা খেলা!
কেন ভোলা কিঙ্করে পরীক্ষা কর?
যোগধ্যানে কে হেথা বসিয়ে
নীরবে নিশ্চল ভাবে
ঘোরানলে আপনা আহুতি দাও?
জননী! জননী আমার!!
পূত দেহ তব সর্ব্বভুক্ করে আত্মসাৎ!
পুত্র ক্রোড়ে কে হেথা দাঁড়ায়ে?
নীরবে সহিছ জ্বালা—
অনল দাহন?

কোন জন কর পরিচয়।
জয়া, জয়া হেথা ভস্মে পরিণতা
অঙ্কে মম বংশের দুলাল!
আশ্রমের জনে জনে
পশু পক্ষী গণে—
তপোবনে অনলে করিল গ্রাস!
গেছে মাতা
গেছে পুত্র—
যাক্ মম আত্মীয় স্বজন
চিন্তা নাহি করি তায়,
আশ্রমে আমার ছিল দেবনারীগণে—
সযতনে মম তপোবনে
রেখেছিনু তাপস আশ্রমে
নন্দন কানন চারী দেবনারীগণে,
কোথা তারা?
কোথা ইষ্ট দেবী মম
গুরুপত্নী ইন্দ্রের অঙ্গনা?
বল বল বল সর্ব্বভুক্
দেবনারী আছেত কুশলে,
মোর তরে নাহি চিন্ত মনে
দেবাঙ্গনা গণে—
কোনখানে রেখেছ লুকায়ে?

(জনৈক দেবের প্রবেশ)

দেব। কেমন মুনি দেবতার সঙ্গে শত্রুতা, বড় অহঙ্কার হ'য়েছে না? এত বড় স্পর্দ্ধা দেবনারীর অপমান! দেখ দেবের ইচ্ছায় তোমার তপোবন ভস্মে পরিণত।

দধীচি। মহাপ্রীত দেবদূত বচনে তোমার,
দেবের ইচ্ছায় আশ্রম আমার
ভস্মে পরিণত!
ধন্য ধন্য আশ্রম আমার
ধন্য জয়া ধন্য পুত্র
ধন্য ধন্য জননী আমার,
দেহ দানে সবাকার
দেব অভিলাষ হইল পূরণ।
বল বল মিনতি চরণে
দেবগণে কেমনে ভেটিব?
চরণে জানাব
কোন অপরাধে আমারে ঠেলিলে পায়?
মাতা পুত্র মম
দেব কার্য্যে করি দেহ দান
মহা পুণ্য করিল অর্জ্জন,
আমি অভাজন
মম দেহ দেব কার্য্য নারিল সাধিতে।

(অগ্নি মধ্য হইতে সরস্বতীর উত্থান)

সরস্বতী। কোথা কোথা সন্তান আমার?
মা ব'লে ডেকেছো বৎস

এসেছি রে ছুটে
আয় কোলে চুমিব বদন তোর।

(সন্তানের অঙ্গ স্পর্শন)

একি একি বাপ্
ভস্মসাৎ অনলে তোমার দেহ !
সর্ব্বভুক্ ফিরে দেহ সন্তানে আমার
অন্যথায় করি অঙ্গীকার—

দধীচি। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও
দেব কার্য্যে নাহি কর বিঘ্নদান।

সরস্বতী। কে তুমি
আমারে নিবৃত্ত কর ?
মুনিবর
তুমি হেথা নিশ্চিন্তে দাঁড়ায়ে !
ভস্মসাৎ বংশের দুলাল তব
ধীর স্থির তবু রহ এখনও দাঁড়ায়ে !
মানিব না নিষেধ তোমার
সর্ব্বভুকে করিব বিনাশ ;
উঠ উঠ সলিল প্রবাহ মম
ভেদি রসাতল
সুদূর অতল
উঠ প্রলয় প্রবাহ মম,
ধ্বংস কর, ধ্বংস কর
পুত্রঘাতী দুরন্ত অনলে।

(সলিল প্রবাহের উত্থান ও
অগ্নির উপরে পতন)

(অগ্নিদেবের আবির্ভাব)

অগ্নি। রক্ষা কর রক্ষা কর জননী আমার,
দেবাদেশে তপোবন করি ভস্মসাৎ
রাখ অস্তিত্ব আমার
সন্তানে করুণা কর।

দধীচি। সরস্বতী
না মানিলে মম অনুরোধ,
দধীচিরে করি অপমান
দেব কার্য্যে কর বিঘ্নদান
অনলে করিতে চাও সলিলে নির্ব্বাণ।
শোন শোন বচন আমার
শোন অগ্নি তব প্রতীকার,
ভস্মকর মম তপোবন
কোনজন না করিবে তাহে বিঘ্নদান।
দ্রুত উঠে সলিল প্রবাহ
নির্ব্বাপি তোমায়
আমারে করিতে চায়
অপরাধী দেবের চরণে,
বারি পরশনে
তব শক্তি হোক্ দৃঢ়তর
ভস্ম কর সলিল প্রবাহ

(অগ্নির ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ)

সরস্বতী। রক্ষা কর রক্ষা কর
তাপস প্রধান
এ অনলে বিশ্ব দগ্ধ হবে।
না বুঝিয়া মহিমা তোমার
পুত্র শোকাতুরা
হীন জ্ঞানে করিয়াছে তব অপমান;
ধন্য ধন্য হৃদয় তোমার
করি আশীর্ব্বাদ হেন দৃষ্টান্ত উদার
বিশ্বময় সতত পূজিবে সবে।

(ইন্দ্র, শচী ও দেবগণের প্রবেশ)

ইন্দ্র। ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও
দেবের মণ্ডলী
অপরাধী নহে আথর্ব্বণ।
একি! সব ভস্মসাৎ!

শচী। তপোধন
কি জানাব চরণে তোমার,
কেমনে মাগিব ক্ষমা,
ক্ষমা কর ক্ষমা কর
তুমি ক্ষমাধার
ক্ষমা তরে দেবগণে ভিখারী তোমার দ্বারে।

দধীচি। কেন মাতা
সন্তানের কর অকল্যাণ,

তোমারে করিব ক্ষমা
হেন শক্তি দেছ কি সন্তানে ?
বল বল মাতা
উতলা কি হেতু এত ।

শচী । ধন্য ধন্য তপোধন
ধন্য তব অপূর্ব্ব হৃদয়,
কোথা লাগে দেবের মহিমা তাহে ।
হের হের তপোধন
আনত বদন
হীন ভাবে সুরপতি অদূরে তোমার,
ক্ষম অপরাধ তার
না বুঝিয়া করে অপরাধ
ভস্ম করে তব তপোবন ।

দধীচি । এর তরে —
এত চিন্তা জননী তোমার !
ক্ষীণ শক্তি দেছ মাতা
অধম সন্তানে,
পরীক্ষা অর্ণবে বার বার
কেন মা ফেলিতে চাও !
দুঃখ দেও মায়ার বন্ধনে বাঁধি ।
মাতা
তোমারি সংসার,
মাতা পুত্র পরিবার

তুমিই দিয়াছ মোরে
বাঁধিবারে মায়ার নিগড়ে,
পুত্র স্নেহ ভরে ছিঁড়ি দেছ
সে শৃঙ্খল মম,—
সৌভাগ্য উদয়ে
কেন মাতা
অশ্রুজল আমারে ফেলিতে বল ?
আমি বুঝিয়াছি লীলা খেলা তোর
ইন্দ্র জালে আমারে ভুলাতে চাও ;
ভুলিব না কাঁদিব না
ছাড়িব না অঞ্চল তোমার,
গেছে মম তপোবল
গেছে মায়ার সংসার
সৌভাগ্য আমার
শত গুণে হইবে উদয়,
কর মাতা কর আশীর্ব্বাদ
এস গুরো দাও পদধূলি
কৃতার্থ কৃতার্থ দাস
আজি এত দিনে।

(ইন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ)

ইন্দ্র। কি ব'লে বুঝাবো মুনে
কিবা আশীর্ব্বাদ—
দেবতা তোমারে দিবে ?

কোথা লাগে দেবের প্রভাব
কোথা হীনশক্তি দেবের গরিমা!
তব চরণের ধূলি—
শত ইন্দ্র লভিয়ে কৃতার্থ হবে।

মুনে

আজি হ'তে আশ্রম তোমার
যত কাল রহিবে ধরণী
খ্যাত হবে সারস্বত নামে,
মরতের এ তীর্থ-সলিলে—
অবগাহি বিশ্বজীবগণে
পূত দেহ পরামুক্তি পাবে মম বরে।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পর্ব্বতের পাদদেশে অনন্ত বিস্তৃত প্রলয় বারিধি। পর্ব্বত-গহ্বর হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ দেবগণকে দৈত্যগণ একে একে সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে।

বৃত্র। হস্ত পদ সুদৃঢ় শৃঙ্খলে বাঁধি
ফেলে দাও সুদূর অতলে ;
বারিধি-সলিলে—
নিমজ্জি রাখহ সবে কোটী কল্পকাল।

বরুণ। রক্ষা কর রক্ষা কর
কোথা সুরপতি,
দেবের দুর্গতি—
জানাও ইন্দ্রের পদে দ্রুত প্রভঞ্জন।

বৃত্র। অহঙ্কারে দেবের মণ্ডলী
ধর্ম্মাশ্রয়ে ধর্ম্মে কর অপমান ?
শিব ভক্ত তাপসপ্রধান
তাঁর তপোবন—
ভস্ম কর দেবের অনলে !
গুরু মম ক্ষমার আধার
ক্ষমা গুণে পূর্ণ অবতার,

হেন অবিচার
নির্ব্বিচারে সহিল তাপস পুরে।

যম। 　কর বৃত্র—
প্রাণমুক্ত দেবে,
মহামুক্তি ভিক্ষা দাও সবে,
অক্ষয় অমর বর দেবতা তোমারে দিবে।

বৃত্র। 　মৃত্যুপতি,
মৃত্যুর কামনা শুনি দুঃখ পাই মনে।
দেবদেব রক্ষিত দেবের কুল,
অতুল ঐশ্বর্য্য রাশি দেবে করি দান
দেব-প্রাণ ভিক্ষা ঝুলি করিল সম্বল।
নন্দন-কানন করি দেবের নিবাস,
বিশ্বপাতা—কৈলাস কুটীরে
শঙ্করী শঙ্করে তুষারে রহিল ডুবি ;
অমরার সুখ ছবি
চির দিন রহিল দেবের তরে,
তথাপি অমরে—
অত্যাচারে করিল আশ্রয়,
বিশ্বময় রোপিল অধর্ম্ম-তরু ;
পাপ ফল তাহে দেখা দিল
ধর্ম্ম তেয়াগিল
রসাতলে রহিল সতত ডুবি ;
শিক্ষা কর দেবের মণ্ডলী

অনুতাপে ভুঞ্জ কর্ম্মফল
কোটী কল্পকাল—রহ কাল নরকে ডুবিয়ে।

(প্রস্থান)

বরুণ। অসুরের হেন অহঙ্কার !
বার বার দেবে করে অপমান !
কোথা এবে দেবের প্রধান ?
স্বর্গের তোরণ—পুনঃ সবে করি আক্রমণ।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। একি !
পুনঃ সবে রহ নিমজ্জিত !
কেবা সে দুর্ভাগ্য ভবে
দেব কোপে শঙ্কা নাহি করে ?

বরুণ। এস এস সুরপতে
প্রাণের যাতনা—
তুমি বিনা অন্যে না বুঝিবে,
দেবতা সহিবে—
বৃত্র করে হেন অত্যাচার !
বল বল মঙ্গল বারতা,
কেমনে হইল ভস্ম দধীচি আশ্রম ?
সার্থক দেবের শক্তি
যোগ-শক্তি করিল বিনাশ,
দৈত্য নাশ এত দিনে হইবে নিশ্চয়।

ইন্দ্র। ভস্মীভূত দধীচি আশ্রম,

তপোবন জীবশূন্য প্রশস্ত প্রান্তর,
ধূমপুঞ্জ তার দিক্ দিগন্তর
প্রচারিল দেবের মহিমা।
গত মাতা
গত পুত্র তার,
ভস্মসাৎ পুণ্যতপোবন
দেবগণ প্রতিহিংসা করিল সাধন।
কিন্তু হে অমরগণ,
হেন পূতপ্রাণ—
না হেরিনু নয়নে কখনও;
স্বচক্ষে নেহারি
অমরের হেন অবিচার
নির্ব্বিকার রহিল তাপস পতি;
না করিল তাহে বিঘ্ন দান
পাদ্য অর্ঘ্যে আমারে করিল পূজা!

বরুণ। মায়ার প্রপঞ্চ ইন্দ্র
দৈত্য মায়া দেবেরে ভুলায়,
ত্যজি তায় শীঘ্র কর উদ্ধার-উপায়।

ইন্দ্র। সত্য যদি মায়ার বন্ধন
হেন মায়া
যুগ যুগ কামনায় লভিব মাগিয়া,
গলে হিয়া—
নিরখি সে প্রশান্ত মুরতি,

অমরার পতি বাক্যহীন রহিল দাঁড়ায়ে।
দেব কার্য্য করিতে উদ্ধার
অমরের আঁখি বারি করিতে মোচন
দেবগণ
সুরপতি দধীচির করে অপমান ;
গুরু-ভক্তি বৃত্রের সম্বল
দেব বল শত বার মানে পরাজয়,
চরণে লুটায়
অপ্সরায় মাতৃ বলি করে সম্বোধন
হেন জন কে আছ ভুবনে
তার শক্তি করিবে বিনাশ ?

দেবগণ। কি হবে দেবের পতি,
কেমনে হইবে ইন্দ্র অসুর বিনাশ ?

ইন্দ্র। দুঃখ পাই সে কথা স্মরিলে,
গুরু বলে বৃত্রের প্রভাব
গুরু শক্তি ক্ষয় বিনা
তার ধ্বংস কভু না সম্ভব।
নিষ্কাম নির্লিপ্ত যোগী
মহাত্যাগী শিবের কিঙ্কর,
যোগ-ক্ষেম তার—
ভিক্ষা চাহ মুনির সকাশে।
সুদূর আকাশে—যবে রবে কুম্ভক-নিরত
সংযত তাপস

পূর্ব্বাপর না চিন্তি মানসে
প্রীতিভাষে ভিখারীরে তখনি তুষিবে।
বদনে ধ্বনিবে
তথাস্তু তথাস্তু ধ্বনি ;
শিরোমণি দিবে ফণী
অম্লান বদনে,
প্রাণহন্তা পানে—
ফিরে'ও চাবে না কভু সন্দেহ নয়নে।

-:o:-

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বারিধি-সলিল-বিধৌত পর্ব্বতের
সানুদেশে যোগমগ্ন নন্দী।

নন্দী। কই কই ভোলা
কই তব মূরতি মোহন ?
আশ্বাস বচনে ফেলি গেছ সন্তানে তোমার ;
আর ত সহে না
ফিরে ত এলে না
লবে না আমারে সাথে
দুস্তর পাথারে আমারে লবে না পারে ?
কত রবি কত সন্ধ্যা বেলা—
কত বার ডুবি গেল জলধি-সলিলে,
কোথা ভোলা তব ভেলা

মায়া খেলা তবু না হইল শেষ ;
হে ভবেশ
কত কাল, আর কত কাল
রব বল গৃহ ছাড়ি সুদূর প্রবাসে ?

(শচীরূপে ভবানীর প্রবেশ)

ভবানী। নন্দী
তুমি হেথা নিশ্চিন্ত বসিয়ে ?

নন্দী। সেই কত কাল
কত যুগ—কত যুগান্তর
মিশি গেছে সময় সাগরে,
ত্যজিয়া তোমারে—
এসেছিনু ইচ্ছায় তোমার
করিতে প্রচার ভবলীলা তোমারি নিদেশে ;
সুদূর বিদেশে
তোমা ছাড়ি কত কাল করিনু যাপন।
আশা দিয়ে নিরাশ করিতে চাও ?
সুখ পাও দুখ-বারি নয়নে ঝরিলে ?

ভবানী। নন্দী
বৃথা তব কঠোর সাধনা,
গুরু পানে না চাহ ফিরিয়া ?

নন্দী। চাহেনা চাহেনা ফিরে
আঁখি ঝুরে তবু ত আসে না,

অভিমান ভোলা ত জানে না

সহেনা পরাণে তার ভকত কাঁদিলে ;

বিশ্ব ফেলে ছুটে আসে

কোলে নিতে সন্তানে তাহার।

ছলনায় কে বুঝি আবার

ভুলায়ে রাখিল তারে,

আমারে ডুবায়ে দিল দুস্তর পাথারে।

ভবানী। (স্বগতঃ) বিভোর আপন ভাবে

মহাভাবে ভবেশে ভাবিছে,

বাহ্যজ্ঞান স্থান নাহি পায়,

করিব উপায়

ইষ্টমূর্ত্তি গোপনে হরিব।

নন্দী। কে রে ?

কে হরিলি মম ইষ্ট দেব ?

সাধে বাদ কেবা সাধ

দীনের লুকান রত্ন কে কর হরণ ?

অভাজন, অভাজন—

করুণায় কর প্রত্যর্পণ।

ভবানী। নন্দী

সর্ব্বনাশ—ভস্মীভূত দধীচি আশ্রম,

ভস্মীভূত গুরুর নন্দন,

শীঘ্র গতি যাও তপোবন

তব তরে তাপস অপেক্ষা করে।

নন্দী। কেবা তুমি ?
দেব রাণী তুমি হেথা !
তাপস-আশ্রম ভস্মীভূত
ভস্মীভূত তাপস নন্দন !
সৌভাগ্যের পূর্ণ নিদর্শন।
বল বল জননী আমার
দুস্তর পাথার কেমনে হইব পার ?
দেখ দেখি বারিধির পানে
স্থির মনে দেখনা নিরখি
আসে ভোলা কোলে নিতে মোরে ?

ভবানী। সে কে নন্দী ?
উন্মাদ তোমারে হেরি,
কে সে ভোলা আমিত চিনিনা তারে !

নন্দী। চেন না—চেন না তারে ?
দূরে—বহু দূরে বসতি তাহার,
উচ্চ গিরি শিরে
ধবল তুষারে
লতার কুটীরে
করে বাস শঙ্করী শঙ্করে।
ধূলি মাখে গায়
মুখে ব্যোম্ গায়

ডমরু বাজায় ভূত সনে সতত শ্মশানে ফেরে।
ডাক তারে নাম ধরে
এখনি আসিবে ছুটে,
মান অভিমান রহেনা মরমে তার
বিভোর সতত রহে ভবানীর ধ্যানে।
অতি দীন দেবের দম্পতি
বাঘছাল ভবের সম্বল,
বসন বিহনে উলঙ্গ শঙ্কর
দিগম্বর ভিক্ষা তরে যেথা সেথা ফেরে,
ডাক তারে ভিক্ষা-ঝুলি করে
এখনি আসিবে দ্বারে।
দেখ দেখ মাতা সুদূরে নেহারি,
তরী-কর্ণ ধরি
হেন জন আসে কি লইতে মোরে ?

ভবানী। উন্মাদ—উন্মাদ নন্দী
তার তরে এখানে বসিয়ে ?
সে যে ভিক্ষা-ঝুলি নিয়ে
অমরার দ্বারে দ্বারে ফিরিছে সঘনে।
যাও—ফিরে যাও
গুরু-পদে বেদনা জানাও,
গুরু বিনা ভবাম্বুধি কে করে তোমারে পার ?

নন্দী। জ্ঞান দাতা গুরু মম পথ প্রদর্শক,
চিনিয়াছি মুক্তি-পন্থা কৃপায় তাঁহার

সাধনায় মুক্তিদাতা করিবে অভীষ্ট দান।
ছলনা ক'রনা মাতা অধম সন্তানে
আমি অভাজন বহু কষ্টে আসিয়াছি তীরে,
ফিরে গেলে আর ত পাব না।
এখনও এলোনা ভোলা ?
বহুক্ষণ আসিয়াছি তীরে
ধীরে ধীরে রবি যে ডুবিয়ে যায়।
আঁধার নিশায়—কোথা যাব কে দিবে আশ্রয় ?
আশার আশ্বাস দানে
রেখে গেছ সন্তানে তোমার,
অপেক্ষায় আরত রবনা
আর শুনিবনা নিষেধ তোমার ;
দুস্তর পাথার সাঁতারে হইব পার।
শিব নাম সম্বল যাহার
সাধ্যকার—
তার গতি রোধিবে ভুবনে।

(জলে ঝম্প প্রদান)

(সলিল মধ্য হইতে শিবের নন্দীকে ক্রোড়ে করিয়া উত্থান।)

শিব। উত্তীর্ণ পরীক্ষা সিন্ধু
এস বাপ্ করি ক্রোড়ে তোরে,
তোর তরে শঙ্করী শঙ্করে
কৈলাস-শিখরে অপেক্ষায় র'য়েছি বসিয়ে।

হের হের সাগরের তীরে
তোর তরে শঙ্করী আসিল হেথা,
ধর বাপ্ শিবের ত্রিশূল
আজি হ'তে শিব শক্তি তব করতলে ;
পিতা পুত্রে মিলে, কালেতে করিব ধ্বংস কালের প্রভাব।

নন্দী। দাঁড়াও যুগল-রূপে জননী আমার
মাতা পিতা একাসনে দেখিব নয়নে।

(যুগল মূর্ত্তি)

আধবরণ গলিত কাঞ্চন
আধ রজত-কিরণ-মাল।
আধ শ্বেত ধবল মৃণাল আসনে
লোহিত নলিনী শতদল।
আধ দামিনী ঝলকে পুলকে ছড়ায়ে
সূক্ষ্ম অম্বর ভাতিছে,
আধ বাঘাম্বর ফণীর বাঁধনে
শঙ্কর-কোটী শোভিছে।
আধ চন্দন লেপনে কুঙ্কুমে তনু
গন্ধ আমোদ ছড়ায়ে,
আধ ভস্মলেপনে কিবা শোভা মরি
নটনাথ হেথা দাঁড়ায়ে।
মায়ের দামিনী জিনিয়ে কুন্তল-জাল
মুকুটের তলে শোভিছে,
হেথা ধূর্জটি-জটা জড়ায়ে জড়ায়ে

ফণীবর ঘোর গরজিছে।
তৃপ্ত আঁখি, তৃপ্ত—তৃপ্ত
সব তৃপ্তি ময়,
শিবময় বিশ্ব আজি নয়নে আমার।

তৃতীয় দৃশ্য

অমরাবতী।

সিংহাসন মূলে বীরাসনে বৃত্রাসুর ও দৈত্যগণ।

দৈত্য। হেন ভাবে কেন সুর সিংহাসন তলে?
বাহুবলে যার—
অমরার পূর্ণ অধিকার দৈত্যকরতলে,
হেন জন বিনে
দেব-সিংহাসনে
কেবা আছে যোগ্য অধিকারী?

বৃত্র। ভ্রান্ত দৈত্যবর,
শিব-বরে অসুর প্রবল
দেবদল স্বর্গ-বিতাড়িত,
নহে কিবা শক্তি—
ধরে বৃত্রাসুর
ত্রিপুর করিতে জয়,
অমরায় দৈত্য রাজ্য করিতে স্থাপন?

এই যে অমরাবতী
পুণ্যবতী সতী-লক্ষ্মী-সমা
ধর্ম্মভার করেন বহন,
ধর্ম্মের লঙ্ঘন কভু না সহিতে পারে।
অধর্ম্মেরে করিয়ে আশ্রয়
মজিল দেবের কুল
দৈত্যকুল ধর্ম্ম বলে অমরা লভিল।
বুদ্ধি দোষে দেবের পতন
নহে দেবের আসন
দৈত্য হ'তে অতি উচ্চ-ভূমে,
হেন সিংহাসনে কেমনে বসিবে বল
হীন দৈত্যগণে ?

দৈত্য। অপূর্ব্ব হৃদয় বীর,
নিম্নশির সদা রহে
ফলবান্ উচ্চ মহীরুহ।

বৃত্র। শোন শোন
অসুর মণ্ডলী
উচ্চ বলি অহঙ্কারে নাহি দিও স্থান।
অভিমান করি পরিহার
দেবতার রাখিও সম্মান
বিশ্বের নিদান সতত সন্তুষ্ট রবে।
মহত্বের হইল পতন
দেবগণ কত জ্বালা সহে রসাতলে।

দৈত্য দলে এবে পরীক্ষার কাল,
সাবধানে হও অগ্রসর
রসাতল নহে শুধু দেবতার তরে।

(দধীচিবেশে একজন দেবের প্রবেশ)

সকলে : কৃতার্থ কৃতার্থ পুরী
গুরু-পদার্পণে।

দেব। মহাতুষ্ট বৎসগণ
বিনয়ে সবার,
আনন্দ অপার
অমরার অধিকার দৈত্য করতলে।

বৃত্র। গুরো
কৃপাকণা করিয়া সম্বল
দেববল করিনু বিজয়,
জ্ঞান হয় স্বর্গ বুঝি সাধনার হবে অন্তরায়।

দেব। সাধনার পথে
স্বর্গ হ'তে হবে বিঘ্ন-লাভ ;
তব তরে
দেবে সহে অসহ্য যন্ত্রণা
দুঃখ পাই নেহারি সকলে,
তেঁই বৎস মম অনুরোধ
স্বর্গ-রাজ্য ভিক্ষা দাও মোরে
দেবতারে করিব অর্পণ
অক্ষয় সুকীর্ত্তি তব ঘোষিবে জগতে।

বৃত্র। কীর্ত্তির ভিখারী নহে সন্তান কখনও,

আদেশে গুরুর

স্বর্গরাজ্য ছার

দেহভার অবহেলে করিব অর্পণ।

ধন্য বৃত্র

আজি তার সৌভাগ্য উদয়

শঙ্কর সদয়

ভার মুক্ত আমি এতদিনে।

এইক্ষণে করি অঙ্গীকার

গুরু করে স্বর্গরাজ্য—

(নন্দীর ত্রিশূলকরে আবির্ভাব ও ছদ্মবেশ
পরিত্যাগে দেবের স্বমূর্ত্তি ধারণ)

নন্দী। ভ্রান্ত বৃত্র,

দেব মায়া ভুলায় তোমারে।

হের হের

গুরু বেশে দেবের ছলনা।

বৃত্র। একি! সব ইন্দ্রজাল!

একি নন্দী!

তব করে শিবের ত্রিশূল!

অঙ্গে ক্ষরে মহাদেব-জ্যোতিঃ!

তব পদার্পণে—দেবমায়া

ক্ষণেকে লুকায়ে গেল!

বল নন্দী একি হেরি সম্মুখে আমার!

দ্বিতীয় শঙ্কর
ধক্ ধকি ভালে জ্বলে তৃতীয় নয়ন
কোন্ জন এ ঐশ্বর্য্য তোমরে করিল দান ?

নন্দী। কেন বৃত্র
বিস্ময় তোমার,
তব করে·গুরুভার এখনও অর্পিত।
ধর্ম্ম-রাজ্য করহ স্থাপন
অধর্ম্মের কর প্রতিকার।

বৃত্র। নন্দী
এক উচ্চ ভূধর-গহ্বরে
জনমিয়া জাহ্নবী যমুনা
ভিন্ন পথে ভিন্ন লক্ষ্যে করিবে প্রয়াণ!
জাহ্নবীর নাম
শ্রবণে পশিলে হবে
মহামুক্তি লাভ ;
আবদ্ধ সলিলা
পঙ্কিল প্রবাহ ল'য়ে
অভাগিনী যমুনা রহিবে পড়ে ?
এক গুরু
এক নির্ঝরিণী-মূলে
উভয়ে করিনু পূর্ণ সলিল-আধার,
তব ভাগ্যে অমৃতের ধার
অভাগার হলাহল আছিল কপালে!

নন্দী। আক্ষেপ না কর সুর,
ভিন্ন পথে বহি প্রবাহিনী
অবশ্য মিশিয়া যাবে সাগর-সঙ্গমে।
বিভিন্ন করমে—ভিন্ন ভাবে
লীলার বিকাশ,
লীলা অবসানে জীবের সঙ্গমে
আবার হইবে সুর জীবের মিলন।
কর গুরুর অর্চ্চন
অভিলাষ অবশ্য পূরিবে তব। (অন্তর্দ্ধান)

বৃত্র। যাব—যাব নন্দী গুরুর সকাশে,
হীন কর্ম্মে সন্তানে ভুলায়ে রেখে
জীবনের সার লক্ষ্য হ'তে
আমারে বঞ্চিতে চাও!
বুঝিয়াছি ছলনা সকলি,
আর ভুলিব না সামান্য খেলানা পেয়ে,
দাও দেখাইয়ে
কোন পথে সাগর-সঙ্গম।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি তোমার
ইচ্ছামত কর প্রতিকার,
তার তরে আমারে রাখিয়ে
কেন প্রভো দিন মম বিফলে কাটাও ?

——:•:——

চতুর্থ দৃশ্য

অগ্নি-দগ্ধ তপোবনে নবনির্ম্মিত কুটীর।

দধীচি ও শিষ্যগণ।

১ম শিষ্য। গুরুদেব

দক্ষপুরে মহাযজ্ঞ আয়োজন,
নিমন্ত্রণ লভিল ত্রিলোক;
হোম-অগ্নি জ্বালিতে সেথায়
সসম্মানে দক্ষপুরে তব নিমন্ত্রণ।

দধীচি। যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞের নিদান,
আথর্ব্বণ কৃপায় তাঁহার
হোম-অগ্নি-প্রজ্জ্বালন-ভার লভিল ধরায়।
ভাগ্যবান দক্ষপ্রজাপতি
সতীরূপে মহেশ্বরী তনয়া তাঁহার,
অপার করুণা বলে
মহেশ্বর উদিল তাঁহার পুরে।
শূন্য শিব-পুরী
মহেশ্বরী লীলায় দক্ষের পুরে,
ধরায় কৈলাস-লীলা।
চল চল জুড়াইব আঁখি
নিরখিব জনক জননী,
করি স্নান জাহ্নবী সলিলে
ভোলানাথে দিব পুষ্পাঞ্জলি।

(বৃত্রাসুরের প্রবেশ)

বৃত্র। ছাড়িবনা—ছাড়িবনা গুরো
আর ভুলিব না তোমার ছলনে।
হৃদে ধরি ও পদ যুগল
অবিরল আঁখি জল করিব সিঞ্চন,
বঞ্চনা করোনা প্রভো অধম সন্তানে।

দধীচি। কেন বৎস উদ্বেগ তোমার ?
ধর্ম্ম-অবতার সন্তান আমার
অধিকার কিবা বৎস অপ্রাপ্য তোমার ?

বৃত্র। অধিকার আমিত চাহিনি প্রভো,
আমারে করিয়া দান
হীন ঐশ্বর্য্য সম্পদ
পরম্পদ অন্যেরে বিলাও,
দুঃখ দাও সুখের আগারে বাঁধি।
ছার স্বর্গ সুখের কামনা
আমিত করিনা প্রভো ;
কার ধর্ম্ম অধর্ম্ম কাহার ?
তার তরে আমারে রাখিলে বেঁধে
সার তত্ত্ব করিলে গোপন !

দধীচি। অভিমান না কর ধীমান
ভাগ্যবান তোমা সম কেবা এ ভুবনে ?
দেবগণে নতশির সম্মুখে যাহার ?
বৎস
লীলার সংসার,

লীলা খেলা করিতে প্রচার
শিব বরে জীব অবতার।
শক্তিরূপা মহা-সিন্ধু-নীরে
শক্তি বায়ু করিয়া পরশ
জলবিম্ব সম জন্মে জীব সিন্ধুর জীবনে,
লীলা অবসানে
শক্তি পরশনে
আবার মিশিয়া যাবে অনন্ত সলিলে।
আক্ষেপ না কর বাপ,
দেব কার্য্য করিতে সাধন
দেব অংশে তব অবতার,
অন্য সিদ্ধি ছার
মুক্তি তব সদা করতলে।
ফিরে যাও—
সাধ কর্ম্ম ধর্ম্মের আশ্রয়ে
অচিরাৎ কর্ম্ম-বৃক্ষে ফলিবে সুফল।

——:০:——

পঞ্চম দৃশ্য

দক্ষপুরী।

যজ্ঞ স্থলের একাংশ।

(দধীচির প্রবেশ)

দধীচি। দক্ষপুরে একি হেরি কুলক্ষণ!
অনুক্ষণ ভূতগণ সশব্দ সর্ব্বত্র ফেরে,
স্তব্ধ বায়ু স্তব্ধ হেরি স্থাবর জঙ্গম,
নীরবে দাঁড়ায়ে যেন
অপেক্ষায় ভীষণ প্রলয়,
সন্দেহ উদয়, দক্ষপুরে হেন কোপ কেন বিধাতার!

(নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী। একি প্রভো
হেথা কেন দক্ষের আলয়ে!

দধীচি। কেন নন্দী
বিস্ময়ের কি আছে বিষয়?
দক্ষ নিমন্ত্রণে
যজ্ঞ স্থানে আমার উদয়,
জ্ঞান হয় তোমারে নেহারি
অনাচারী এবে আথর্ব্বণ।

নন্দী। তপোধন,
দেব মায়া ভুলায়ে তোমারে
আনিয়াছে দক্ষপুরে
করিবারে অপরাধী শিবের চরণে।

জাননা জাননা প্রভো
সর্ব্বনাশ হবে দক্ষপুরে
যজ্ঞতরে দক্ষপুরী হইবে বিনাশ।

দধীচি। কেন কেন নন্দী
কিবা অপরাধ তার ?
গৃহে যার জন্মিল ভবানী
বিশ্বের জননী পিতা বলি সম্বোধিল যায়
হেন জন কে আছে ধরায়
ধ্বংস করে পুরী তার ?

নন্দী। মুনিবর
কাতর অন্তর সে বারতা করিতে প্রদান।
ভাগ্যবান দক্ষ প্রজাপতি
সতীরূপে মহেশ্বরী তনয়া যাহার ;
কিন্তু গুরো
প্রাক্তনের ফল কে কোথা রোধিবে বল ?
শিব-দ্বেষী দক্ষ প্রজাপতি
শিব নাম না আনে বদনে,
হীন জ্ঞানে রুদ্রে করে অপমান।
ভুঞ্জিবারে নিয়তি বিধান
করি যজ্ঞ-আয়োজন
যজ্ঞেশ্বরে নাহি দিল নিমন্ত্রণ !
ত্রিলোক আহ্বানে
নারদে দানিল ভার

ভোলারে করিতে অপমান,—
দেব ঋষি সাধিল বিবাদ
জানাইল সতী-পদে যজ্ঞের বারতা,—
শুনি মাতা
বিনা নিমন্ত্রণে আসিয়াছে যজ্ঞ দরশনে
কত মতে ভোলারে ভুলায়ে।
সঙ্গে ল'য়ে জননী আমার
আদেশে ভোলার—
আসিয়াছি দক্ষপুরে
যজ্ঞ অন্তে ঘরে ফিরে ল'য়ে যাব ব'লে।
কিন্তু যজ্ঞস্থলে
হীন ব'লে যদি দক্ষ শিব নিন্দা করে,
পতি নিন্দা কভুনা শুনিবে
সতী যাবে হাহাকার উঠিবে কৈলাসে,
রুদ্রশ্বাসে কাঁপিবে ধরণী
ডাকিনী যোগিনী ভূত দানা পিশাচী প্রেতিনী
রুদ্রঅনিকিনী
এখনই করিবে ধ্বংস হীন দক্ষ পুরী।
ফিরে যাও গুরো নিজালয়ে,
শিব ভক্ত এ পুরে রহিলে
শিব বল পাবে পরাজয়,
কি হবে উপায়
নিরখি তোমায় রুদ্র-শক্তি নিস্তেজ রহিবে।

দধীচি। একি নন্দী
শিব হীন যজ্ঞ করে দক্ষ প্রজাপতি
যজ্ঞস্থলে ত্রিলোক উদিল তাহে !
যাব—যাব নন্দী
শিব হীন যজ্ঞস্থলে কভু না রহিব,
দক্ষেরে জানাব
হেন যুক্তি কে দিল তাহারে ?
নিমন্ত্রিত আমি বৎস
আশ্রমে তাহার ?
অতিথি প্রস্থানে
অকল্যাণ হইবে তাহার।
করিব বিনয়
বুঝাইব সুমিষ্ট বচনে—
শিব বিনে যজ্ঞ নাহি হয়,
তাহে যদি না মানে বচন
কোনজন না রহিব হেন যজ্ঞস্থলে।

নন্দী। অচিরাৎ কর প্রভো উপায় তাহার
অন্যথায় শিবশক্তি হবে অপমান।

(নন্দীর অন্তর্দ্ধান)

দধীচি। শিব শিব শিব
শিব হীন যজ্ঞস্থলে মম আগমন !

(নারায়ণের প্রবেশ)

একি ! একি হেরি

গোলোক বিহারী যজ্ঞস্থলে!

নারায়ণ। স্বাগত—স্বাগত ঋষি,
দক্ষ যজ্ঞে তব আগমনে
কৃতার্থ দক্ষের পুরী,
তপোধন, শীঘ্র কর যজ্ঞ আরম্ভন।

দধীচি। একি প্রভো! একি লীলা পুনঃ
শিবহীন যজ্ঞস্থলে তব আগমন!

নারায়ণ। কেন মুনে বিস্ময় তোমার
শিব বিনা যজ্ঞ কি সম্ভব নহে?
দক্ষ মোরে দেছে নিমন্ত্রণ,
শিবের সম্মান আমারে করিবে দান;
তেঁই দক্ষপুরে
চক্রধরি আসিয়াছি যজ্ঞ রক্ষা তরে।
হের শত শত মহর্ষিপ্রবর
তব তরে আছে অপেক্ষায়,
জ্বালি দেহ হোমের অনল
চঞ্চল তাপসগণে বিলম্ব না সহে।

দধীচি। চক্রধর
চক্রবলে আমারে ভুলাতে চাও,
হর হরি প্রভেদ শিখাও?
প্রভো
কেবা তুমি কেবা মহেশ্বর?
অহঙ্কারে দক্ষ করি শিবে অপমান

নিমন্ত্রণ তোমারে করিল দান!

বল বল বলমা শ্রীহরি

চক্রধরি কার শক্তি রোধিবে হেথায়?

হাঁসি পায়

তোমারে লঙ্ঘিয়ে—

দক্ষ ভাবে শিবেরে করিবে জয়!

কেন হরি অজ্ঞান-বারিধি নীরে

মানবে ডুবায়ে রাখ,

ক্ষীণ শক্তি তার

তুমি না তারিলে

পরীক্ষা পাথার কেমনে হইবে পার?

হীনজ্ঞান দক্ষ প্রজাপতি

কেন তারে পাথারে ডুবাতে চাও?

জ্ঞান দাও জ্ঞানের আধার

আঁধার বিদূরি কর আলোক সঞ্চার।

ধরি পায়

রাখ তায় চরণে তোমার।

নারায়ণ। মুনিবর

পর দুঃখে এত কাঁদে অন্তর তোমার?

দধীচি। প্রভো

পর কেবা?

সকলিত তুমি,

তুমি ভিন্ন কে আছে কোথায়?

তুমিই বাঁধিয়া রাখ মূরতি তোমার
ভিন্ন ভাবে তব লীলা করিতে প্রচার
ভেদ জ্ঞান কেন প্রভো সন্তানে শিখাও?

নারায়ণ। ধন্য ধন্য তপোধন
তুমিই বুঝিলে সার বিধাতার লীলা।
সব লীলা
ধুলি খেলা সকলি আমার
হরি হর ভিন্ন নহে কভু,
সার তত্ত্ব করিতে প্রচার
শিব হীন যজ্ঞস্থলে মম অবতার।
বৎস
মম কার্য্যে উপলক্ষ দক্ষ প্রজাপতি,
সাধিবারে ধরার মঙ্গল
স্থাপিবারে প্রেম-রাজ্য বিশ্বের মাঝারে,
শিক্ষা দিতে সতীত্বের পূর্ণ নিদর্শন,
পতি-নিন্দা করিয়ে শ্রবণ
যাবে সতী দেহ তেয়াগিয়া
শিক্ষা দিয়া জগতবাসীরে,
সুদর্শন ধরি-রবে হরি যজ্ঞ রক্ষা তরে
যজ্ঞেশ্বরে নারিবে সমরে ;
রুদ্র তেজ হেরে রবে চক্র নিস্তেজ হরির করে।
ত্রিভুবনে হইবে প্রচার—
হর হরি সব একাকার

অহঙ্কার উভয়ে পৃথক্ করে।

দধীচি। বল প্রভো
কিঙ্কর তোমার
কি কর্ত্তব্য করিবে পালন ?

নারায়ণ। অশিবের চিন্তা নাহি কর তপোধন।
ভাগ্যবান দক্ষ প্রজাপতি
শিব রহে বাঁধা দ্বারে যার।
যাও মুনি
যজ্ঞস্থল কর পরিহার,
শিবের কিঙ্কর
নত শির মহাশক্তি তোমারে নেহারি।

(দধীচির প্রস্থান)

(দক্ষের প্রবেশ)

দক্ষ। যজ্ঞেশ্বর
যজ্ঞারম্ভে বিলম্ব কি হেতু ?

নারায়ণ। সাবধানে রহিব তোমার তরে,
ভার্গবেরে বরি হোতা পদে
ত্বরায় করহ সবে যজ্ঞ আরম্ভন,
আথর্ব্বণ নিমন্ত্রণ কৈল পরিহার।

দক্ষ। হীনবুদ্ধি মুনি
ভাঙ্গড়েরে করিল আশ্রয়
অপমান করিল আমার।

এস সরোদ্ধার,
হীনকর্ম্মা অনুগামী আছে যত জন
দক্ষযজ্ঞে নাহি তার স্থান।

——:০:——

ষষ্ঠ দৃশ্য।

উচ্চ গিরিশিরে ধ্যান-মগ্ন দধীচি।
(ইন্দ্র ও জনৈক দেবের গিরিগাত্রে প্রবেশ)

ইন্দ্র। ওই হের উচ্চ গিরি শিরে
ধ্যান মগ্ন তাপস প্রধান,
বাহ্য জ্ঞান নাহি তাহে
একাগ্র মানস।

দেব। সুরপতি
কেমনে মাগিব ভিক্ষা,
কেমনে করিব চেতনা সঞ্চার ?

ইন্দ্র। শিবভক্ত মহামুনি
শিবের সমান,
ভিন্ন ভাব নাহি সে হৃদয়ে।
বিল্বপত্রে তৃপ্তি ভবেশের
সাধকের বিল্বপত্র সদা আকাঙ্ক্ষিত।
যাও দেব
নির্ভীক হৃদয়ে—

বিল্বপত্র মুনি শিরে করহ অর্পণ,
বাহ্যজ্ঞান এখনি লভিবে
মহাতুষ্ট হবে
ভিক্ষা দিবে অভীপ্সিত যেবা।
মাগি লহ
যোগ ক্ষেম তাঁর
বিশ্বে আর রহিবে না অসুর-প্রভাব।

(ইন্দ্রের প্রস্থান)

(দেবের গিরিশিখরে উঠিতে উঠিতে)

দেব। তপোমগ্ন কঠোর তাপস
না জানি কেমনে হবে অভীষ্ট পূরণ।
ধর ধর শিব-অবতার
দেব-দত্ত অর্ঘ্য ধর শিরে।

(দেবের দধীচির মস্তকে বিল্বঅর্ঘ্য প্রদান)

দধীচি। তৃপ্ত—তৃপ্ত মন
কোন জন হেন তৃপ্তি আমারে করিল দান?
আহা বিল্বপত্রে
ভবেশের বড় অভিলাষ,
এর তরে বিল্বমূলে বাস,
হেন রত্ন শিরসে আমার!
মাগি লও—মাগি লও কি কাম্য কাহার।

দেব। তপোধন
বিল্বপত্রে আমিই করিনু পূজা

কর দান অভীষ্ট আমারে,
তব বরে চতুর্ব্বর্গ পাব অবহেলে।

দধীচি। বল বল কিবা কাম্য তব
ভবধব অবশ্য পুরাবে সাধ।

দেব। মুনি,
ভিক্ষা দেহ তব যোগবল
অন্য কিছু নাহি চাহি ভবে,
শক্তি তব আমারে বরিবে
ধন্য হব কীর্ত্তি গাবে জগৎ সংসার।

দধীচি। তথাস্তু—তথাস্তু
লহ যোগ বল মম।

দেব। (স্বগতঃ) এইবার মুনি তোমার অধঃপতন।
(প্রকাশ্যে) গিরিবর
দীর্ণ হও আদেশে আমার। (পর্ব্বতের দ্বিধা হওন)
রসাতলে প্রলয়-সলিলে—
দধীচিরে রাখ নিমজ্জিয়া।

(পর্ব্বতের মধ্যস্থল দিয়া বেগে দধীচির পতন)

নেপথ্যে। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!
শিবভক্ত হইল বিনাশ!

দেব। কর পৃথ্বি
ভীম নাদে অগ্নি উদ্গীরণ,

ভস্ম কর তপোধনে,
অগ্নি শিখা সুদূরে ছড়াও
ধাতু স্রোতে ধরণী ভাসাও,
যোগ বলে আদেশি তোমায়
ভস্ম কর দানবের দল।

(সহসা আগ্নেয় গিরির অগ্নিস্রাব ও
অনল কুণ্ডে চতুর্দ্দিক হইতে দৈত্যগণের পতন।)

(অগ্নি মধ্য হইতে সতী দেহ স্কন্ধে শিবের উত্থান
ও দধীচিকে ধারণ।)

শিব। কত তেজ ধরেরে অমর
বৈশ্বানর কি ক্ষমতা ধরে
আমার কিঙ্করে অহঙ্কারে করে পরশন!
আরে দেবগণ
বার বার মম ভক্তে কর অপমান।

দধীচি। একি! একি পিতা!
মাতা মম কেন হেন ভাবে!
মা—মা কোথা গেল জননী আমার,
বল বল বল মহেশ্বর
ভোলা পেয়ে কে তোমা ভুলায়ে নিল!

শঙ্কর। বৎস
যার তরে সদা থাকি ভুলে
বিশ্ব ফেলে যোগে যারে

সতত ধেয়াই,
হারাই হারাই সদা ভয় পাই
পঞ্চ মুখে গাই
সদা যারে—যুগ যুগান্তর,
বিশ্বেশ্বর সদা যারে
যুক্ত করে করে অরচন;
গেছে গেছে তপোধন
সেই জন ভোলারে ভুলায়ে।
তারি তরে কৈলাস নিবাস
মহেশ্বর গৃহবাসী তারি তরে,
মিষ্ট ভাষে ভুলায়ে আমারে
গৃহ বাসে আশুতোষে করিল স্থাপন,
কুঙ্কুম চন্দন ভোলারে মাখালো কত
ভস্ম বিনিময়ে,
আমারে ত্যজিয়ে কোথা গেল
সতী সে আমার।
যবে ভোলা ভিক্ষা করি
অমরার দ্বারে
দ্বিপ্রহরে ফিরিবে কৈলাসে
প্রীতি ভাষে পাগলেরে কে দিবে সান্ত্বনা,
জাননা জাননা
কত মানা করিনু তাহারে
মানিল না মম অনুরোধ

মানিনী সতত ছিল।

দধীচি। মাগো
সন্তানে ঠেলিলি পায়
কিবা দায় ফেলে গেলি ভিখারীরে তোর।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। আশুতোষ
কি জানাব চরণে তোমার?
অনাচারী দেবের মণ্ডলী
তোমারে করিল অপমান।
কর শাস্তির বিধান
কল্প কল্প রাখ সবে রৌরব নরকে।

দধীচি। গেছে মাতা, কোথা যাবে ভিখারী শঙ্কর
দীন হীনে কে দিবে আশ্রয়?
দীন পিতা—দীন সন্তান তোমার
অনিবার রব দুয়ে পিতা পুত্রে মিলি।
ফেলে গেলি জননী আমার,
আঁখি জল মুছাতে ভোলার
আর কেহ রহিল না ভবে।
পিতা, সঙ্গে লও সন্তানে তোমার
তোমারে ছাড়িয়ে কোন প্রাণে রহিব আবাসে
দেবগণ, দুঃখ পাই নেহারি সবারে
অনাচারে মজিল দেবের কুল।

প্রভো, তোমারি আশ্রিত শক্তি
শান্তি তরে এত জ্বালা সহিল অমর,
তোমার আশ্রয় ত্যজি
অনাচারে ভজি মজিল দেবের কুল,
হে অতুল, অকূল পাথারে দেবে কি পাবেনা কূল!
শিক্ষা দাও, দূর কর অজ্ঞান আঁধার
করুণা আধার, আশ্রিতেরে করহ উদ্ধার।

(বৃত্রের প্রবেশ)

বৃত্র। আমিত ছাড়িব না
কত কাল পরে দেখা দেছ সন্তানে তোমার।
আর কেন মায়ার আগারে রাখ,
হীন কর্ম্মে আমারে ভুলায়ে রেখে—
ছার স্বর্গ ভার দেছ তুমি
আমারে পালিতে?
ছাড়িব না ছাড়িব না চরণ যুগল
অবিরল আঁখিজল করিব সিঞ্চন,
হৃদি নিরঞ্জন, অভাজন চিরকাল রহিবে পড়িয়ে!
দাও স্বর্গ ফিরি অমরের
তার তরে বিন্দু মাত্র নাহিক বাসনা,
তোমা বিনা কেমনে রহিব সেথা?
হেথা থাক সাথে সাথে মোর
ঘোর অন্ধকারে রসাতলে
অগাধ সলিলে—

তোমা পেলে স্বেচ্ছায় রহিব ডুবি।

শিব। কেঁদনারে কেঁদনারে জীব,
আঁখি বারি আর যে দেখিতে নারি।
স্কন্ধে করি সতী দেহ
তেয়াগিয়া বিশ্ব গেহ
আঁখি বারি করিয়ে সম্বল
চলিলাম, চলিলাম না জানি কোথায়,—
সতী—সতী যেথা র'বে
সতী যেথা যাবে
সঙ্গে লবে ব'লেছে আমারে।
কেঁদনা রে সন্তান আমার
আমিত নাহিরে আর
শক্তি হীন শিব দেহ
শবে পরিণত।
কত—কত দূর যেতে হবে কিছুত জানিনা,
কেবা আমি, কিবা ছিনু কিছুত বুঝিনা,
কোথা—কোথা যাব আমি?
আমিত এথানে নাই
দূরে দূরে দেখা পাই
ওই যায় সতী চ'লে আমারে তেয়াগি।
ডেকনা, ডেকনা জীব
মরম বেদনা আর জানায়োনা মোরে,
ডাক প্রাণ ভ'রে

সতী তোরে অভীষ্ট করিবে দান
ভাল বাস যদি মোরে
আরে আরে বিশ্বের সন্তান,
প্রাণ ভ'রে ডাক তারে
মাগি নেরে শিবের কল্যাণ।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্বর্গ।

নন্দন কাননের মধ্য দিয়া অলকানন্দা প্রবাহিতা, ফুলভারে অবনতা বৃক্ষরাজী বারি চুমিছে। অলকানন্দার তীরে কল্পবৃক্ষ মূলে ধ্যানরত বৃত্রাসুর।

বৃত্র। মাগো
সন্তানে করুণা কর
অকিঞ্চনে রাখ রাঙ্গা পায়,
জীব দায় কর মা উদ্ধার।
জীবের পুতলি গড়ি
মায়া ঘরে—
মায়া খেলা খেল মহেশ্বরী,
খেলা ভঙ্গে
তত্ত্বকথা জীবেরে শুনাও,
সুখ পাও মামা ব'লে ডাকিলে সঘনে।
কে মা তুমি?
বালিকা কাহার,
কোন দেশে বসতি তোমার?

কোথা ছিলি, কোথা এলি
ভোলানাথে কেমনে ভুলালি,
কেবা তোরে বেঁধে দিল হেন খেলাঘর ?
মাগো কিঙ্কিনী-রঞ্জিত কর
তালে তালে সতত বাজাও,
কোন দেশে—কার রচা
কি মধুর গান—
কিবা সুরে সন্তানেরে সতত শুনাও ;
ছুটে আসে ফেলে ধুলি খেলা।
আধ বোলে মা মা ব'লে
তালে তালে তোমা পানে ধায়,
সমস্বরে সে সঙ্গীত গায়
ছুটে যায় কোল পাবে ব'লে।
আমি যে জননী
সে সঙ্গীত শুনি
ধীরি ধীরি আসিয়াছি দূর দেশ হ'তে,
শত বার উঠিতে পড়িতে
মা মা ব'লে কাঁদিতে কাঁদিতে
কোল পাব ব'লে এসেছিয়ে ছুটে,
নেরে নেরে কোলে জননী আমার ;
আর মাগো তোমা ছেড়ে যাব না কোথাও

(শচীবেশে মহামায়ার প্রবেশ)

মহামায়া। ডাক সুর প্রাণ ভ'রে

তোর তরে ভবানীর টলিল আসন।
শক্তি অংশে শিব বরে জনম তোমার,
শক্তি নাম করিতে প্রচার
অবতার দানবের কুলে।
সাঙ্গ লীলা—
দেবতার হইল উদ্ধার,
শক্তি যার তারই অঙ্গে মিশিবে আবার।
মায়ার আশ্রয়ে সুর
দূরে যাবে চৈতন্য তোমার,
অহঙ্কার তোমারে আশ্রয় লবে,
ধূমাচ্ছন্ন জ্ঞান-বহ্নি দ্বিগুণ জ্বলিবে,
শান্তি পাবে, নিভে যাবে মরমের জ্বালা।

বৃত্র। একি! কোথা আমি!
কার তরে হেথা বসি
অহর্নিশি করি আবাহন!
শান্তি!
শান্তি কোথা ত্যাগে?
ভোগ বিনা শান্তি না সম্ভবে।
মূর্খ আমি,
অমরার সুখরাশি চরণে যাহার
কিছার—কাহার তরে
হেথা বসি করি কালক্ষয়!

মহামায়া। বৃত্রাসুর

নির্জ্জনে বসিয়ে কেন উন্মাদের প্রায় ?
জ্ঞান হয় ত্যাগ তোমা করিল আশ্রয়।

বৃত্র। সুন্দরি
সৌভাগ্য উদয়,
গেছে ভ্রান্তি, জ্ঞান আসি করেছে আশ্রয়,
রাখ পায় দয়া ক'রে দাসেরে তোমার।
আহা
কিবা রূপ! কি লাবণ্য!
যৌবনের ভরা নদী
দুকূল প্লাবিয়ে
ছুটে যায় প্রেম-রত্নাকরে।
সুন্দরি
এত কাল না দেখিনু তোরে
ছার বস্তু তরে
রত্নাকরে ডুবিতে ভুলিনু!

মহামায়া। কত আশা ছিল বীর
অন্তরে সবার—
পারিজাত হার
সযতনে গাঁথি নিজ করে
তব তরে রেখে দিছি দেখ সুরপতি,
মোর প্রতি তুমি ত চাহ না ফিরে।

বৃত্র। ছিঃ ছিঃ
আর লজ্জা দিওনা সুন্দরি,

তোরে হেরি প্রাণ মোর হ’তেছে অস্থির।
আয় আয় হৃদে কু‘ঙ্গিনী
মৃদু ধ্বনি কর মধুস্বরে,
শ্রবণ-বিবরে-মধুধারা ঢাল নিশিদিন।

(মহামায়ার হস্ত ধারণ)

মহামায়া। ছি ছি
লাজে মরি, দেবনারী—তারে কর পরশন!
ছাড় ছাড় এত জ্বালা
দেব বালা কেমনে পরাণে সবে!
কোথা যাব—কোথা জুড়াইব
কেমনে ভুলিব দৈত্য অপমান। (প্রস্থান)

বৃত্র। কি!
দৈত্য বলি কর ঘৃণা!
আমারে জাননা
দেবের ললনা মোরে কর অপমান!
আমি—বৃত্রাসুর
ত্রিপুর আমারে ডরে
মোরে হেরে দেব নরে রহে নত শির;
জেনো স্থির
সহিব না হেন অহঙ্কার।
কে আছ কোথায়
আনি দেরে সোমরস
মধুপানে মাতিবে অমরাপতি।

(সোমরস করে দৈত্যবালাগণের প্রবেশ)

ঢাল ঢাল সুরা,
নাচ গাও বিজলী ছুটাও,
সুখ হ্রদে আপনা ভাসাও
আনন্দে অমরা পর সম্মোহন বেশ ;
দুঃখ লেশ রেখোনা মরমে।

গীত।

দৈত্যবালাগণ।

চল চল অভিসারে।
মাতিল মদনে সুরপতি প্রমাদ প্রণয় সমরে।
জর জর তনু মরম কাতর, হানে অহরহঃ খরতর শর,
চলে বীরবর বধিতে বিরহে বিহারে॥
ধর ধর সবে ধর ফুলবান, প্রণয় সমরে হও আগুয়ান,
বাঁধিয়া আনিব প্রণয়ীর প্রাণ দুখ দিতে হৃদি আগারে॥

বৃত্র। নাচ গাও বিজলী ছুটাও
সাজিছে অমরাপতি
প্রেম-অভিযানে
হীন-প্রাণা দেবের রমণী
অহঙ্কারে আমারে বারিল।
প্রেম-জ্বালা বড় জ্বলে
শক্তি-বলে অভীষ্ট পুরাব।

কোথা যাবে
কিসে রক্ষা পাবে ?
জ্বলেছে কাননে অগ্নি
কুরঙ্গিনী কেমনে বাঁচিবে ?

-:০:-

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নিবিড় অরণ্য।

শচী ও দেবীগণ।

দেবী। রাণি
একি হেরি কুলক্ষণ,
প্রাণ মন সতত অস্থির !

শচী। চিন্তা ত্যজ দেবের রমণী
শুভদিন এসেছে দেবের।

দেবী। সুরেশ্বরি
মহেশ্বরে করি আবাহন
মাগি লহ দেবের উদ্ধার।

শচী। কি হবে উদ্ধার—
দেবতার রসাতল যোগ্য বাসভূমি।
স্বর্গ লাভে
ভুলে যাবে তত্ত্ব আপনার,
আবার জাগাতে তারে

কত জ্বালা সবে জগন্নাথ।

(বৃত্রাসুরের প্রবেশ)

বৃত্র। প্রাণপাত—

প্রাণ পাত করি সখি এসেছি তোমার পাশ,

নিরাশ ক'রোনা মোরে

প্রেম-ডোরে বাঁধি কর বাসনা পূরণ।

শচী। একি !

একি দশা বৃত্রাসুর,

উন্মাদ পাপের মূর্ত্তি অধর্ম্মের দাস !

বৃত্র। তব দাস আমি বরাঙ্গনা

প্রেম দানে তুষলো সজনী,

রজনী নাথেরে হেরে—

কুমুদিনী অধোমুখে কেনলো রহিবে ?

প্রাণ যায়

রাখ দায়

আশা দিয়ে নিরাশ কেনলো কর ?

দেবী। ওগো এযে উন্মাদ, কি হবে—কোথায় যাব ?

বৃত্র। কোথা যাবে ?

কেন আমারে লাগে না ভালো ?

গুরু আজ্ঞা—

ওহো ছিল গুরু

কোথা গুরু—কোথা আমি—

কোথা যাই—অনন্ত অকূল সিন্ধু

সম্মুখে আমার।
না—না
ভ্রান্তি—ভ্রান্তি করে আমারে আশ্রয়,
কিবা ভয়,
এস এস বিধুমুখী আমারে চেননা ?
কত সুখে রবে সবে আবাসে আমার।
কেনলো সরলপ্রাণা
কুরঙ্গিনী হান আঁখিবাণ,
প্রাণ মম কর জর জর। (শচীর দিকে ধাবন)

শচী। রাখ রাখ মহেশ্বর
হেন দায় করহ উদ্ধার,
তোমার আশ্রিত দেব
তুমি না রাখিলে কে করে উদ্ধার ?

বৃত্র। কারে ডাক ?
মহেশ্বর !
ছিল বটে—ভেসে গেছে প্রলয় প্লাবনে।

(অকস্মাৎ শিবমূর্ত্তির আবির্ভাব)

শঙ্কর। দেখ বৃত্র
দেখ নেহারিয়া
মহেশ্বর আসিল তোমার তরে।

বৃত্র। একি !
কোথা আমি !

পাপ-পঙ্কে রয়েছি ডুবিয়ে।
তোমারে ভুলিয়ে
উন্মাদ রিপুর বশে অধর্ম্মেরে করিনু আশ্রয়!
একি প্রভো
একি হেরি নয়নে আমার!
সব শিবাকার!
জলে স্থলে আকাশে অনিলে
মম অঙ্গে—প্রত্যঙ্গে আমার
একাকার—সব শিবাকার!
প্রতি অণু প্রতি পরমাণু,
তাথিয়া তাথিয়া নাচে আনন্দে মাতিয়া
কাঁপে হিয়া হুহুঙ্কারে অবনী মাতায়,
কিবা গান গায়
কি জানি বাজায়
অট্ট হাস্যে অবনী পুরিল,
কোথা যাব কোথা আমি
সব তুমি,
প্রতি রেণু-কণা মম
তব রূপে তব নামে নাচে;
কোথা আছে অস্তিত্ব আমার?
আমিও তোমার
তোমা ভিন্ন আমিত থাকি না!

(নিষ্পন্দভাবে উপবেশন)

শচী। একি লীলা
হেরি লীলাময়,
শিবময় বিশ্ব হেরে বৃত্রাসুর !
ত্রিপুর পালন—
কোন দোষে মায়ায় ভুলালে তারে ?
বল প্রভো
কোন অপরাধে অপমান কর তনয়ারে ?

শঙ্কর। শচী
অভিমান ক'রোনা ক'রোনা,
ভক্ত-হৃদে জাগাইতে মুক্তির বাসনা
সতীর ছলনা
মহামায়া জ্ঞান তার রাখিল লুকায়ে ;
বাধা পেয়ে
স্রোতস্বিনী হুহুঙ্কারে দ্রুততর যাবে,
প্রাণের পিয়াসা মুহুর্মুহুঃ অন্তর দহিবে,
যত কাল নাহি পাবে সাগর দর্শন।

বৃত্র। দাও দাও নাথ
দাও দেখাইয়া—কোন পথে সাগর সঙ্গম।
সে যে বহুদুর—
বহুদূর যেতে হবে,
বহু দিন র'তে হবে তোমারে ছাড়িয়ে ;
কেমনে থাকিব—
কেমনে সহিব জ্বালা,

দারুণ পিপাসা
ধুধু জ'লে আশা
পুড়ে যাবে পুড়ে যাবে—অতকাল কেমনে সহিব!
ব'লে দাও—ব'লে দাও প্রভো
কোন পথে গেলে একপলে তোমারে লভিব।

শঙ্কর। বৃত্র
চিন্তা ত্যজ
অচিরাৎ লভিবি আমারে,
তোর তরে সদা কাঁদে অন্তর আমার।
আর কাঁদায়োনা বাপ্
অবতার সাঙ্গ এবে প্রায়,
গুরুর কৃপায়
অচিরাৎ অভীষ্ট পূরিবে।

——:०:——

তৃতীয় দৃশ্য।

রসাতল।

ইন্দ্র ও দেবগণ।

ইন্দ্র। ডাক দেব প্রাণ-ভ'রে
মহেশ্বরে কর আরাধন,
দেবপ্রাণ—তিনি বিনে কে করে উদ্ধার?
তাঁরে ত্যজি

দেবের দুর্গতি,
ভজি তাঁরে মাগ ক্ষমা শ্রীপতি-চরণে।

দেবগণ। ক্ষম প্রভো মিনতি চরণে।

ইন্দ্র। দূরে গেছে অজ্ঞান-আঁধার,
কৃপায় তাঁহার
আবার চিনেছি তাঁরে।
অহঙ্কারে মজিল দেবের কুল;
আত্ম-জ্ঞানে মহেশে ভুলিয়ে
মায়ার আশ্রয়ে এতকাল করিনু যাপন,
ডাক নিরঞ্জন—
ধন্য হবে দেবের জীবন।

দেবগণ। নিরঞ্জন কর প্রভো কাতরে করুণা। (বৃত্রের প্রবেশ)

বৃত্র। কোথা নিরঞ্জন?
কত কাল করি অন্বেষণ
দেখা ত মেলেনা তাঁর!
সে যে আসে আসে
নিকটে আসেনা,
আশ্বাসে ভুলায়ে রেখে
নীলাকাশে আবেশে মিশায়ে যায়,
প্রাণ চায় আরত আসে না।

ইন্দ্র। একি! বৃত্রাসুর!
নম দেব সাক্ষাৎ শিবের মূর্ত্তি
সম্মুখে সবার। (দেবগণের নমস্কার)

বৃত্র। অকল্যাণ
অকল্যাণ কেন কর সুরপুর বাসী ?
হীন—অতি হীন
পাপাচারী অধর্ম্মী দানব
জননীর করে অপমান ;
দেবের প্রধান
কর ত্রাণ পতিত জীবেরে,
বল তারে—কোন পথে ভোলার আশ্রম।
ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও
বিন্দুমাত্র চরণের ধূলি
মিলিবে পরম বস্তু দেব অনুগ্রহে।

ইন্দ্র। বৃত্র
এ অনল কে জ্বালিল অন্তরে তোমার,
কি প্রার্থনা, কার তরে এ বাসনা প্রাণে ?

বৃত্র। কি প্রার্থনা কেমনে জানাব
কারে চাই কেমনে বুঝাব ?
নাম নাই—ধাম নাই
সদা পাই সতত হারাই,
যারে চাই তারে চাই,
আর কিছু কভু ত চাহিনা ;
নাম ত জানি না
তারে ছাড়া কিছু ত দেখি না,
সে যে আমাতে মিশায়ে থাকে

উচ্চনাদে সদা মোরে ডাকে,
তবু তারে খুঁজিয়া না পাই
বল ভাই কোথা যাব কেমনে লভিব ?

ইন্দ্র। পাবে—পাবে শক্তি-ধর
হেন বর তোমা বিনে কে কোথা লভিবে।

বৃত্র। পাব—পাব
তার তরে কত যে ঘুরিনু,
কত যে জানানু চরণে বেদনা তার,
সে আমার তবু ত হ'লোনা।
তবুত এলোনা কোলে নিতে সন্তানে তাহার।
পাব—পাব তারে
দেহ বর আমারে করিবে কোলে !
এস এস কে তুমি তাপিত প্রাণ করিলে শীতল
আলিঙ্গন দাও মোরে জুড়াবে তাপিত প্রাণ।

(ইন্দ্র ও বৃত্রের আলিঙ্গন)

দেবগণ। জয় বৃত্রাসুরের জয়।

ইন্দ্র। দৈত্য নয়
দেবে লজ্জা পায়,
কে কোথায় হেন ভক্ত হেরিল নয়নে ?
ধন্য বৃত্র
অদ্ভুত গুরুর শক্তি
ভক্তি স্রোতে ভাসিল কামনা।

বৃত্র। গুরু—গুরু ডাকে
আর ত রব না
মানিব না মানা—গুরু বিনা কে আছে আমার।
সে যে ব'লে গেছে
গুরু বিনা কে করে উদ্ধার।
দাও গুরো— দাও দেখাইয়ে
কোন পথে অভীষ্ট আমার। (প্রস্থান)

ইন্দ্র। দারুণ পিপাসা
আকুল পিয়াসে, ধায় বীর মুক্তি অন্বেষণে,
হেন জনে শত্রু ভাবে দেবের মণ্ডলী !
ডাক দেব ডাক মহেশ্বরে
প্রাণ ভ'রে কর গুণ গান,
ভিক্ষা মাগ চরণে ভোলার
চির কাল রহি যেন রসাতল পুরে।

দেবগণ। দাও দাও প্রভো চরণের ধূলি।

দৈববাণী। ঘুচিলরে দুর্গতি দেবের
দেব প্রতি মহা তুষ্ট কৈলাসের পতি।
শুন শুন শক্তির আদেশ—
যাও সবে দধীচি আশ্রমে,
ভিক্ষা মাগ দেহ তাঁর,
নিষ্কাম তাপস
অনিত্য ভঙ্গুর দেহ
দেবকার্য্যে আনন্দে করিবে দান,

মহাপ্রাণ মহাকীর্ত্তি স্থাপিবে ধরায়।
মহামুক্তি পাবে বৃত্র
অস্থি পরশনে,
গুরু বিনা না পাবে উদ্ধার।

ইন্দ্র। দিওনা কামনা প্রভো
আর স্বার্থ শিখায়োনা দেবে,
কেমনে মাগিবে
নিষ্কাম তাপস দেহ।
থাক্ স্বর্গ চিরকাল বৃত্র অধিকারে
দেব তারে আনন্দে বরিবে
অমরার রাজ-সিংহাসনে।

দৈববাণী। যাঁর স্বর্গ
তাঁরই ইচ্ছা,
দেব মাত্র উপলক্ষ বিশ্বের বিধানে,
নির্ব্বিচারে কর সবে আদেশ পালন।

ইন্দ্র। ক্ষম প্রভো অজ্ঞানের অপরাধ
আজ্ঞা দাস অবশ্য পালিবে।
চল চল অমরার বাসী
চল সবে দধীচি আশ্রমে,
শত্রু ভাবে মুনিরে করিনু ঘৃণা
মুনি বিনা দেবতার না হবে উদ্ধার।

চতুর্থ দৃশ্য

দধীচির কুটীর প্রাঙ্গন।

দধীচি ও শিষ্যগণ।

শিষ্য। গুরো
অকস্মাৎ কেন হেরি প্রফুল্ল বদন ?

দধীচি। অদূরে নেহারি বৎস আনন্দ ভবন,
আনন্দ ঝরিছে তেঁই—
আনন্দে অধরে।

শিষ্য। সে কি প্রভো ?
অজ্ঞান বুঝিতে নারি।

দধীচি। অচিরে বুঝিবে বৎস,
লীলা সাঙ্গ-প্রায়
এ ধরায় জীব লীলা হবে অবসান।

শিষ্য। গুরো
কাঁপে প্রাণ সে কথা স্মরিলে,
পুণ্যবলে হেন পদে লভিনু আশ্রয়।
কি হবে উপায়
সন্তানেরে কে দিবে আশ্রয় ?

দধীচি। কি হেতু বিস্ময় ?
যিনি জীবের আশ্রয়
ডাক তাঁরে
সবারে দিবেন স্থান রাতুল চরণে।

বৎস
প্রাণ যেন আনন্দে নাচিছে,
মিছে খেলা হবে অবসান
পাব স্থান বুঝি সে চরণে।
গুরো (ইন্দ্র ও দেবগণের প্রবেশ)
কোন্ পুণ্যে
মম পুরে আজি পদার্পণ ?
ধন্য—ধন্য আজি তাপস-কুটীর।

(ইন্দ্রের চরণে পাদ্য অর্ঘ্য দান)

ইন্দ্র। মুনিবর
কিছার ইন্দ্রের পদ,
তোমার সম্পদ—
শত ইন্দ্র সতত আকাঙ্ক্ষা করে।
নিরখি তোমারে
মনে হয় তুচ্ছ সে অমরা,
অতি তুচ্ছ দেবের বৈভব,
অমরার স্বর্গ-সিংহাসন
তোমার দাসত্ব হ'তে অতি হীন বুঝিনু নিশ্চয়।

দধীচি। কেন প্রভো—
সন্তানের কর অকল্যাণ ?
করুণার কণা মাত্র দিয়াছ মানবে
তেঁই ভবে এ ঐশ্বর্য্য তার,
করুণার আধার অমরা-বাসী।

বল প্রভো
সন্তানের সন্দেহ ঘুচাও
কোন্ পুণ্যে—লভিল দধীচি আজ গুরু-দরশন ?

ইন্দ্র। (নিরুত্তর)

দধীচি। বিস্ময় বাড়িছে হৃদে,
কেবা যেন অন্তরে জানায়
সৌভাগ্য উদয় মম।
নাচে প্রাণ কি আনন্দে নারিনু বুঝিতে।
দক্ষিণাঙ্গ করিছে নর্ত্তন
পুলকে রোমাঞ্চ তনু,
নত জানু মাগি ও চরণে
অকিঞ্চনে ক'রোনা বঞ্চনা।

ইন্দ্র। মুনি
কাঁদে প্রাণ সে কথা স্মরিলে
কি ব'লে জানাব তোমা হেন অনুরোধ।
রুদ্ধ কণ্ঠ সরেনা বচন
তপোধন—যোগবলে মনোভাব কর অবধান।
(দধীচির ধ্যানস্থ হওন)

দধীচি। গুরো !
গুরো এ সৌভাগ্য আছিল আমার !
ছার দেহ
অনিত্য ভঙ্গুর,
কীট ভোজ্য পরিণাম যার,

তারতরে এ সৌভাগ্য আছিল লুকানো!
বল বল দেবের প্রধান
কতক্ষণ—আর কতক্ষণ
দেহ ভার আমারে বহিতে হবে?
লও প্রভো—লও দেহভার
ভার মুক্ত কর মোরে,
প্রাণ ভ'রে কভুত পূজিনি তোমা,
তবু তারে করুণার পাথারে ভাসায়ে দেছ?

ইন্দ্র। হে তাপস
দেবে কি বুঝিবে বল মহিমা তোমার?
তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল।
এতকাল অজ্ঞান আঁধারে
না চিনিনু তোমা,
হীন কর্ম্মা দেবতার দল
অবিরল অত্যাচারে যাপিল জীবন।
তপোধন
মহিমা তোমার—
মেঘমুক্ত চন্দ্রকর
ভাসায়েছে শুভ্র স্রোতে অবনী অম্বর।
ধন্য—ধন্য হে তাপস
শক্তি-বাক্য হইল সফল
পাবে বল দেবতা তোমার বরে।

শিষ্য। গুরুদেব

একি শুনি মর্ম্মভেদী কথা।

দধীচি। শান্ত হও,
সৌভাগ্য উদয়ে—
অশ্রুজল কর সংবরণ।
শীঘ্র যাও
আয়োজন কর ত্বরা সরস্বতী তীরে,
অনিত্য শরীর দানে
দধীচি করিবে আজ্ নিত্য বস্তু লাভ।

(শিষ্যগণের প্রস্থান)

কি হেতু বিলম্ব প্রভো,
শুভ কার্য্যে বিলম্ব সহেনা।　　(বৃত্রের প্রবেশ)

বৃত্র। গুরো
বলে দাও কোন্ পথে সাগর-সঙ্গম।
ধরম করম আমিত জানিনা আর
তুমি সার,
শিক্ষা দাও, কোন্ পথে যাব,
কত কাল—কত কালে তাহারে লভিব?

দধীচি। এই যে রে
এই পথে সাগর-সঙ্গম,
বহুদূর নাহিত রে আর
তোর তরে কাণ্ডারী দাঁড়ায়ে তীরে।

বৃত্র। ছাড়িব না—ছাড়িব না
তুমি জান অন্যে ত জানেনা,

ভোলা দেছে ব'লে
তুমি বিনে অন্যে ত জানে না।

দধীচি। জানি—জানি বৎস,
আয় বাপ্ দেখাইব সে তীর্থের পথ
মনোরথ অবশ্য পূরিবে।
তোর তরে এত আয়োজন!
ধন্য বৃত্র—ধন্য রে সাধনা তোর
ধন্য গুরু ইষ্ট-মন্ত্র শিখাইল তোরে,
তোর তরে গেল তরি দুস্তর পাথারে।

——:০:——

পঞ্চম দৃশ্য

সরস্বতী তীর।

সম্মুখে বিস্তৃত মৃগ চর্ম্ম।

পট্টবস্ত্রে দধীচি ও ইন্দ্রের প্রবেশ।

দধীচি। কি বলে জানাব দেব
কি আনন্দ হৃদয়ে আমার?
অপার করুণা তব অধম সন্তানে।
ছার দেহ
পঞ্চভূতে যাবে মিশাইয়ে,
বহিয়ে ধরার ভার

জীর্ণ-তরী অচিরে ডুবিয়ে যাবে
ভব-সিন্ধু নীরে,
তার তরে এ সৌভাগ্য আছিল দেবেশ!
মৃত্তিকায় জনম যাহার
ভস্মমাত্র পরিণাম যার
ছার বস্তু নিয়োজিত দেবের করমে!

ইন্দ্র। মুনি
আঁখি বারি সম্বরিতে নারি
তোমা হেরি ধন্য আজি দেবের জীবন।
তপোধন কৃতজ্ঞতা কি ব'লে জানাব?

দধীচি। শক্তি দাও দুর্ব্বল সন্তানে,
গুরুশক্তি বিনে
কেমনে হইব প্রভো পরীক্ষা উদ্ধার?
সারোদ্ধার
আমি যে আশ্রিত তব।

ইন্দ্র। মুনি
তুমিই বুঝিলে সত্য
অনিত্য এ জীবনের খেলা,
অনিত্য এ মেলা
নিত্য শুধু নিত্যানন্দ জীবের জীবন।
কাল যাবে
কালে আসি লবে অধিকার,
এ জীর্ণ পঞ্জর পঞ্চভূতে যাবে মিশাইয়ে।

দেহ যাবে
যশো রবে
কীর্ত্তি-গাথা সতত গাহিবে জীবে।

শিষ্য। প্রভো
কি হবে উপায়
সন্তানেরে কে দিবে সান্ত্বনা ?

দধীচি। কেঁদনা কেঁদনা
সৌভাগ্যে আমার ফেলোনারে অশ্রুজল।
হাঁস নাচ মহোল্লাসে
দীর্ঘশ্বাস বড় বাজে প্রাণে।
ডাক—ডাক উচ্চৈঃস্বরে
ডাক রে তাহারে
মিলনের তরে
আমি যে দাঁড়ায়ে হেথা।

সকলে। হর হর শঙ্কর।

দধীচি। হর হর শঙ্কর
দাসেরে করুণা কর,
আর ত সহে না,
কাতর পরাণ মম দরশন তরে।
দাও গুরো, দাও পদধূলি
বিলম্ব সহেনা আর
কাঁদে প্রাণ কতক্ষণে পাব ব'লে তারে।

ইন্দ্র। যাও মুনি

কি সাধ্য দেবের
তোমারে করিবে আশীর্ব্বাদ।
প্রেমময় এ মহামিলন
হীনজন কেমনে বুঝিবে বল?

দধীচি। বল—বল শিব শিব।

শিষ্য। শিব শিব শিব।

দধীচি। যাই বৎস আনন্দে বিদায় দাও,
ধর বৎস গুরুর আশীষ—
লীলাশেষে স্থান পাবে
প্রেমকুঞ্জবনে। (সকলের জানু পাতিয়া উপবেশন)
ক'র সবে সন্তানের কাজ,
মিলন-মুহূর্ত্তে সবে
ইষ্ট মন্ত্র দিও কর্ণমূলে।

(দধীচির যোগে উপবেশন)

(বৃত্রাসুরের প্রবেশ)

বৃত্র। পেয়েছি—পেয়েছি গুরো
এই পথে সাগর-সঙ্গম;
কোথা যাও আমারে ভুলায়ে?
সঙ্গে যাব সাথ ছাড়া হবনা কথনও।

(বৃত্রের ধ্যানে উপবেশন)

ইন্দ্র। দেখ দেখ
কাঁপে অঙ্গ থর থর
কর সবে ইষ্ট মন্ত্র গান।

শিষ্য। গেলে প্রভো ত্যজিয়া সন্তানে !

ইন্দ্র। দাও দাও
ইষ্ট মন্ত্র দাও কর্ণমূলে,
আকুল পিয়াসে প্রাণ
তীরে এসে র'য়েছে দাঁড়ায়ে। (শঙ্করের আবির্ভাব)

শঙ্কর শিব শিব শিব
শঙ্কর মহেশ ভোলা। (দধীচির তনুত্যাগ)
আপনি আসিনু বৎস
শুনাইতে ইষ্ট নাম।
আয় আয় ছুটে চ'লে
প্রেমের পাথারে ভোলায়ে ভাসায়ে দে।
তুই যে রে মহাপ্রেম-খনি
চিন্তামণি-শিরোমণি আয় বৎস শিরে।

ইন্দ্র। জয় জয় প্রভো
অনাদি অনীশ
মহেশ বিশ্বের গতি,
শ্রীপতি শঙ্কর ভোলা ব্রহ্ম ত্রিলোচন
নিরঞ্জন কর প্রভো কাতরে করুণা।
জানিনা বুঝি না
কোন্ শাস্ত্রে কি মহিমা গায়,
কেবা গায় কোন্ সুরে মহিমা তোমার।
তোমারে ভুলিয়ে
ভজিয়ে মায়ায়

কত দায় ঠেকিনু অমরে,
রাখিয়াছ পায়
করুণায় করিলে উদ্ধার,
সারোদ্ধার বিভূতি তোমার
কৃতজ্ঞতা কি জানাবে পদে ?

শঙ্কর। তুষ্ট ইন্দ্র—
আশুতোষ তুষ্ট তব বিনয় বচনে।
যাও দেবগণে
মুনির করুণা বলে
দেবতার হইল উদ্ধার।
কর ভবে দৃষ্টান্ত প্রচার
ধর্ম্মাশ্রয়ে কর সবে বিশ্বের পালন।
বৃত্রাসুর
বর নেরে তুষ্ট মহেশ্বর।

বৃত্র। গুরু-মূর্ত্তি
হৃদি-সিংহাসনে,
প্রাণে প্রাণে প্রাণের মিলন
কোন্ জন কর আবাহন ?
বর কোথা ?
কেবা যাচে, কারে কর কামনা প্রদান ?
পেয়েছি সন্ধান
ওই যে রে সাগর-সঙ্গম,
ধরম করম সব যাবে ওই খানে গেলে।

ভোলা নেবে কোলে
অবহেলে যাবরে সিন্ধুর পারে।

শঙ্কর। ধন্য বৎস
কামনারে করিলে বিজয়,
লীলা সাঙ্গ-প্রায়
লব তোরে আমাতে মিশায়ে।
যাও ইন্দ্র
দধীচির অস্থি ল'য়ে
গঠ বজ্র বিশ্ব-কর্ম্মশালে,
বজ্র পরশিলে—
মহামুক্তি পাবে বৃত্র লব তারে কোলে। (অন্তর্দ্ধান)

ইন্দ্র। সব ধন্য
সকলি আদর্শ ভবে,
বিশ্ববাসী সতত গাহিবে
দেব কার্য্যে আত্মদান করিল দধীচি।
দেখ দেখ অমরার বাসী
ধন্য হও নেহারি নয়নে,
কোন্ গুণে দেব সিংহাসনে
বসিল অমরজয়ী বীর বৃত্রাসুর।
গাও দেব,
গাও শিষ্যগণ,
মহাতীর্থ দধীচি-আশ্রমে
মরম ভাসায়ে দাও পূত প্রেমনীরে।

দেবদেবীগণ ও শিষ্যগণের গীত।

শিষ্যগণ। ধন্য হে ধন্য হে ধন্য তাপস।

দেবদেবীগণ। উদ্ধারি দেবেরে অক্ষয় যশঃ।

শিষ্যগণ। অনিত্য এ ভব-খেলা ক্ষণেকে মিটিয়া যাবে
ছার এ নরদেহ পঞ্চভূতে যাবে ;

দেব। সার যশো রবি, ভাতিবে ধরণী দিবি,
নশ্বর দেহ-দানে অক্ষয় যশঃ ॥

শিষ্য। রোপিত রহিল তরু চির মরধামে
নিদাঘে লভিবে ছায়া ক্লান্ত মরুভূমে ;

দেব। সুধার মধুর ধারা বহি নিরধারা
মাতাবে এ চরাচর রোগ-শোক-হরা ;
নম অমর সবে চরণে মহেশ ॥

——:o:——